RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, ৯ সংখ্যা: , কোচবিহার, শুক্রবার, ৫ মে - ১৮ মে, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 27, Issue: 9, Cooch Behar, Friday, 5 May - 18 May, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যময় শিবযজ্ঞ

দেবাশীষ চক্রবর্তী: বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞের সূচনা করেছিলেন খোদ কোচবিহারের মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণ। এখন নেই সেই রাজ আমল। কিন্তু তবুও চলে আসছে এই শিবযজ্ঞ। প্রত্যেক বছরে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে শুরু হয় এই যজ্ঞ। তার অন্যথা হয়নি এবারও। এবারের এই যজ্ঞ ৭৬ বছরে পা দিল। অক্ষয় তৃতীয়া তিথি চলাকালীন গত ২৩ এপ্রিল বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে মন্দির চত্বরে সংকল্প ও তারপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেনারস থেকে এই শিবলিঙ্গটি আনা হয়েছে। এই শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন বিলাসপুরের শংকর মঠ থেকে দন্ডিস্বামী কৃষ্ণানন্দ তীর্থ মহারাজ। ২৩ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২৭ এপ্রিল অবদি এই পাঁচদিন ধরে যজ্ঞ চলে। ২০ ব্রতী, ৫ জন পুরোহিত, ২ জন পাঠক, ২ জন যাতক সেখানে যপ করেন। ২৫ এপ্রিল মন্দিরে ১২ জন

কুমারীকে পূজা করা হয়। ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭ টায় ষোড়ষাঙ্গ আরতি হয়। ২৭ এপ্রিল দুপুরে হয় পুণ্যাহুতি এবং মহোৎসব। মন্দিরে ভাগবত পাঠ করতে আসেন নবদ্বীপ থেকে প্রভুপাদ শ্রী ভগবত কিশোর গোস্বামী। এবছরও শিবযজ্ঞ উপলক্ষে বসে মেলা। আর প্রতিদিনই ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত।

জাতির উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রথম ন্যানো ডিএপি তরল সার উৎসর্গ করলেন স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শা

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ২৬ এপ্রিল ভারতের কৃষি ক্ষেত্র এক নবজাগরণের সাক্ষী হয়ে থাকল। এইদিন নতুন দিল্লির IFFCO সদনে মাননীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন ন্যানো ডিএপি তরল সার। উল্লেখ্য IFFCO এর এই ন্যানো ডিএপি তরল সার হল বিশ্বের প্রথম কোন ন্যানো ডিএপি তরল সার। এই তরল সার কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে তাদের আয়ও বাড়াবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের মাননীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী, অমিত শা মহাশয় বলেন, "সফল সমবায় সমিতিগুলি গবেষণার জন্য তাদের কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ক্ষেত্রগুলিতে প্রবেশ করা আজকে সমস্ত সমবায় সমিতির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস করে তুলেছে। IFFCO-এর ন্যানো DAP (তরল) পণ্য লঞ্চ হল ভারতকে সারের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সূচনা। যেহেতু রাসায়নিক সার ভরা জমির কারণে কোটি কোটি ভারতীয়ের স্বাস্থ্য আজ হুমকির মুখে, IFFCO ন্যানো ডিএপি (তরল) উৎপাদনের গুণমান এবং পরিমাণ এবং জীবন উভয়ই বৃদ্ধি করবে সাথে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও জমি সংরক্ষণে বিশাল অবদান রাখবে। "দেশে মোট সার উৎপাদন হয়েছে ৩৮৪ লাখ মেট্রিক টন। এতে সমবায় সমিতি উৎপাদন করেছে ১৩২ লাখ মেট্রিক টন। 132 লক্ষ মেট্রিক টন সারের মধ্যে IFFCO একাই 90 লক্ষ মেট্রিক টন সার তৈরি করেছে। ভারতের স্বনির্ভরতায় আমাদের সমবায় সমিতি IFFCO-এর বিশাল অবদান রয়েছে", শ্রী অমিত শাহ আরও যোগ করেছেন।

IFFCO-এর চেয়ারম্যান, শ্রী দিলীপ সাংহানি বলেন, "কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নত ভবিষ্যৎ প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদির সহযোগিতা সে সমৃদ্ধি এবং আত্মনির্ভর ভারত-এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে ন্যানো ডিএপি লিকুইড তৈরি করা হয়েছে।"

ইফকোর এমডি, ডক্টর ইউএস অবস্থি বলেন, "ন্যানো ডিএপি তরল ফসলের পুষ্টির গুণমান ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে খুবই কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিবেশের উপর ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে যার ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।" তিনি আরও জানান যে IFFCO কৃষকদের উন্নতির জন্য অত্যন্ত উদ্ভাবনী নতুন যুগের কৃষি প্রযুক্তি এবং অনুশীলনের উপর ক্রমাগত কাজ করে চলেছে।

উল্লেখ্য IFFCO গুজরাটের কালোল, কান্ডলা এবং উড়িষ্যার পারাদীপে ন্যানো ডিএপি সার উৎপাদনের জন্য উৎপাদন সুবিধা স্থাপন করেছে। কলোল প্ল্যান্টে ইতিমধ্যে উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং এ বছর 5 কোটি বোতল ন্যানো ডিএপি লিকুইডের সমতুল্য 25 লাখ টন ডিএপি তৈরি করা হবে। আশা করা হচ্ছে যে 2025-26 অর্থবছরের মধ্যে, IFFCO-এর 3টি ন্যানো ডিএপি প্ল্যান্টের মাধ্যমে 18 কোটি বোতল ন্যানো ডিএপি তৈরি করা হবে।

ন্যানো ডিএপি লিকুইড হল নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের একটি দক্ষ উৎস এবং উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে। ন্যানো ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) তরল সার যেটি ইন্ডিয়ান ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ (IFFCO), দেশের বৃহত্তম সার সমবায় দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, 2 শে মার্চ, 2023-এ সার নিয়ন্ত্রণ আদেশের অধীনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে এবং IFFCO-কে ভারতে ন্যানো DAP তরল উৎপাদনের অনুমতি দিয়ে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এটি জৈবিকভাবে নিরাপদ এবং পরিবেশ বান্ধব, অবশিষ্টাংশ মুক্ত সবুজ চাষের জন্য উপযুক্ত।আর এটি IFFCO-এর হেড অফিসে MFFCO ন্যানো DAP লিকুইড FCO-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত শীঘ্রই কাছে উপলব্ধ হবে।

*এটি উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী সমাধান এবং এটি 'আত্মনির্ভর ভারত' এবং 'আত্মনির্ভর কৃষি'-এর সাথে সঙ্গতি রেখে তৈরি করা

*এটি প্রচলিত DAP থেকে সস্তা (এক ব্যাগ DAP এর দাম ₹1350 এবং এক বোতল ন্যানো DAP লিকুইড মাত্র ₹600 *জৈবিকভাবে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ এবং মাটি জল এবং বায়ু দূষণ কমানোর লক্ষ্য প্রচলিত DAP আমদানির উপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। *এছাড়াও উল্লেখযোগ্যভাবে লজিস্টিক এবং গুদামজাতকরণ খরচ কমিয়ে আনবে। সব মিলিয়ে এই ন্যানো ডিএপি লিকুইড সারের এদিন থেকে ভারতের কৃষিক্ষেত্রের এক নতুন পথ চলা শুরু হোল।

টি টোয়েন্টি মেজাজে নবজোয়ার কর্মসূচি শুরু অভিষেকের

পার্থ নিয়োগী: টানা দু'মাসের কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচি টেস্ট ম্যাচের মত দীর্ঘ মেয়াদের হলেও কোচবিহার থেকে এই কর্মসূচির শুরুটা একদম টিটোয়েন্টির মত ঝড় তুলে শুরু করলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জি। গত ২৫ এপ্রিল দিনহাটার বামনহাট থেকে শুরু হয়ে এই কর্মসূচির। তার আগে গত ২৪ এপ্রিল বিকেলে কোচবিহারের এবিএনশীল কলেজের মাঠে হেলিকপ্টার থেকে নামেন। সেখানে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূলের নেতৃত্ববর্গ। এবিএন শীল কলেজের মাঠ থেকে পায়ে হেঁটেই অভিষেক ব্যানার্জি চলে যান সোজা মদনমোহন বাড়িতে পুজো দিতে। মদনমোহন বাড়ি হেঁটে যাবার পথে রাস্তার দুই পাশে অভিষেককে দেখবার জন্য প্রচুর মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের দিকে হাত নাড়ান অভিষেক ব্যানার্জি। এরপর মদনমোহন বাড়িতে ঢুকে পুজো দেন। পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় তিনি বলেন অনেকদিন ধরে ইচ্ছে ছিল মদন মোহনের কাছে রাজ্যবাসীর মঙ্গলের জন্য পুজো দেওয়ার। আজ সেই পুজো দিতে পারলাম। মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি দলের নিউটাউনে অবস্থিত জেলা কার্যালয়ে যান। সেই সময় যাওয়ার পথে লিচুতলা এলাকায় একদল বস্তিবাসী হাত নেড়ে তাকে কিছু বলার চেষ্টা করেন সেই দেখে অভিষেক ব্যানার্জি নিজের কনভয় থামান। এবং গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে বস্তিবাসীদের অভিযোগ শোনেন ও তাদের বাড়িতেও জান। সেখানে এক কিশোরের সাথে সেলফি তুলতেও দেখা যায় তাকে। এরপর দলের জেলা কার্যালয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ থাকেন তারপর সেখান থেকে বের হয়ে তিনি বামনহাটের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রাতে সাহেবগঞ্জ পৌঁছে সোজা তাবুতে ঢুকে যান অভিষেক। সেখানে জেলার সাংবাদিকদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেন তিনি। ২৫ তারিখ মাধাইখাল কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি কর্মসূচি শুরু করেন। রাস্তায় কারো সঙ্গে হাত মেলাতে বা সেলফি তুলতেও দেখা যায় এদিন অভিষেককে। এদিন সাহেবগঞ্জ গোসানিমারি ও শীতলখুচিতে বক্তব্য রাখেন অভিষেক। প্রায় সবখানে তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন আগামী পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হাত শক্ত করার আহ্বানের কথা তিনি বলেন। বাংলাই একমাত্র রাজ্য যাদের টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে তাই আগামী দিনে ধর্মের ভিত্তিতে নেয় যারা আপনারা ১০০ দিনের কাজের টাকা দেবে এলাকার উন্নয়ন করবে তাদেরই ভোট দেবেন। সেই সাথে এদিনের তিনটি জনসভাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি বিএসএফকেও আক্রমণ করেন। তিনি এদিন গিতালদহে বিএসএফের গুলিতে মৃত প্রেম কুমার বর্মন ও মোফাজ্জল হোসেনের পরিবারের সঙ্গেও দেখা করেন অভিষেক। তাদের পাশে দাঁড়ানোর ও আইনি সহযোগিতার আশ্বাসও দেন। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া সাহেবগঞ্জ ফুটবল খেলার মাঠে এদিন তিনি প্রথম সভাটি করেন। এরপর সভা করেন গোসানিমারিতে আর শেষ সভাটি করেন শীতলখুচিতে। এদিন গোসানিমারির সভার শেষে অভিষেক চলে যেতেই শুরু হয় মঞ্চতেই ভোট নিয়ে তান্ডব। পরিস্থিতি এমন হয় যে ব্যালেট বাক্স ভেঙে যায়। সাহেবগঞ্জ প্রায় একই অবস্থা ব্যালট বাক্স ভাঙচুর করা হয় ফলে ভোটগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। শীতলখুচিতে গিয়ে এই খবর শুনে অভিষেক বলেন যদি কেউ ভাবে গায়ের জোরে ব্যালেট বাক্স ভেঙে নিজেদের নাম দিয়ে দলের থেকে পার্থিপদ আদায় করবে তবে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে । আমি জানি কোথায় সন্ত্রাস হতে পারে কোথায় কে কি করতে পারে। এরপরই তিনি দলীয় বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া ও জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে নির্দেশ দেন গোসানিমারি ও সাহেবগঞ্জে আবার ভোট করাবার।

তবে সবচেয়ে বড় ঘটনা অভিষেক ব্যানার্জি দেখলেন একদম নিজের সামনেই মাথাভাঙ্গাতে এদিন রাতে মাথাভাঙ্গা কলেজের মাঠে দলের বিভিন্ন পদাধিকারী ও আমন্ত্রিত বিশিষ্ট লোকজনের ভোটাভুটির সময় দলের তুমুল গোষ্ঠীদ্বলে মাথা ফেটে যায় এক অঞ্চল সভাপতির। এরপর যুযুধান দুই পক্ষকে নিয়েই বৈঠকে বসেন অভিষেক। তবে অভিষেকের নির্দেশের পরেও ২৬ তারিখ পুনরায় গোসানিমারিতে ভোট হলেও বিশৃঙ্খলা এড়ানো গেল না। কিছু অঞ্চল তৃণমূল কর্মীরা ভোট বয়কট করলেন। আবার অনেকে একসঙ্গে চার-পাঁচটা করে ব্যালেট পেপার বাক্সে ফেললেন। বলা ভালো গোসানিমারিতে পুনর্নির্বাচনেও চলল ব্যাপক ছাপ্পা আর মাথাভাঙ্গাতে অনেকেই আবার ভোট দিতে পারলেন না। তবে কিছুটা ব্যতিক্রম হয়ে থাকলো ২৬ তারিখ তুফানগঞ্জের ভোটগ্রহণ জেলা নেতাদের নজরদারিতে এখানে কোনরকম বেচাল করার সাহস দেখায়নি। কেউ। ঘুঘুমারির কদমতলায় নির্বাচন এদিন হয় কড়া পুলিশি নজরদারিতে হলে এখানেও কোন অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। শেষদিনে অভিষেক কোচবিহারে তিনটি জনসভা করেন। প্রথম জনসভাটি করেন ঘুঘুমারির কদমতলায় দ্বিতীয় জনসভাটি হয় কাকড়িবাড়িতে এবং এদিনের শেষ জনসভাটি করেন তিনি চিলাখানায়। শেষ দিনের জনসভায় অভিষেকের আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন কোচবিহারের সাংসদ তথা কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। অভিষেক বলেন, কোচবিহারের মানুষের টাকায় দিল্লিতে মার্বেল প্যালেস তৈরি করছেন নিশীথ। আগামীবার এসে তার প্রমাণ তিনি দিয়ে যাবেন বলেন তার বক্তব্যে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সাংসদ থাকার পরেও মোদির শাসনের নয় বছরে কোচবিহারে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে একটি ও মিছিল হয়নি বলে তিনি কটাক্ষ করেন। সেই সাথে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কোচবিহারের ১২৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে রাস্তা করে চলেছে। মানুষের দাবি পূরণ না করলে বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের বাড়ি ঘেরাও করার কথা উঠে আসে অভিষেকের মুখে। পাশাপাশি দিল্লি থেকে ১০০ দিনের টাকা আনার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি আগামী ছয়মাসের মধ্যে দুয়ারে রেশন পৌঁছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির মধ্যে অভিষেক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল কেন্দ্রকে দিন পঞ্চায়েতে রাস্তা করে যাচ্ছে। একইসাথে অভিষেক বলেন, ২০২১ সালে বাংলায় বিজেপি জিততে পারেনি বলে বাংলার প্রাপ্য টাকা তারা আটকে রেখেছে। তবে নবজোয়ার কর্মসূচি শুরু হয়ে গেলেও কোচবিহারের রাজনৈতিক মহলে এখন বিভিন্ন প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে। নবজোয়ার যাত্রায় একেকদিনের খরচ নিয়েও বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে। সেইসাথে অভিষেক থাকাকালীন মাথাভাঙ্গায় যেভাবে দলীয় কোন্দল দেখা গেল সেইসাথে তুফানগঞ্জের বেশকিছু তৃণমূল নেতৃত্বের দলীয় পদ থেকে ইস্তাফা অভিষেকের নেতৃত্ব নিয়েও অনেক প্রশ্নচিহ্ন রেখে গেল। ৬০ দিনের নবজোয়ার কর্মসূচির টেস্ট ম্যাচের পরীক্ষায় টোয়েন্টি টোয়েন্টি মুডে শুরু করা অভিষেকের সেকেন্ড ইন্ড কমান্ড থেকে তৃণমূলের ফাস্টম্যান হয়ে ওঠে কতদিনে সেটাই দেখার।

ভুল চিকিৎসার অভিযোগে দিনহাটার এক নার্সিংহোমে ভাঙচুর

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: ভুল চিকিৎসার অভিযোগে দিনহাটায় এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নার্সিংহোমে ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। ঘটনার খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ সেখানে ছুটে যায়। ছুটে আসে তৃণমূল নেতা এলাকার বাসিন্দা বিশু ধর। মৃত রোগীর আত্মীয় পরিজনরা এ নিয়ে পুলিশে কোন অভিযোগ না জানালেও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ অবশ্য স্বীকার করেন এক রোগীর মৃত্যুর পর নার্সিংহোমে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মৃত ওই রোগীর নাম সোমনাথ দেব। দিনহাটা শহরের কলেজপাড়া এলাকায় তার বাড়ি। জানা গিয়েছে সোমনাথ দেব নামে ওই যুবককে দিনহাটার মদনমোহন বাড়ি এলাকায় বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসে পরিবারের লোকেরা। খবর পেয়ে চিকিৎসক ছুটে আসে।এরপরই তাকে একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। ওই রোগীর শারীরিক অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে এরপর তাকে কোচবিহারের রেফার করা হয়। আত্মীয় পরিজনরা তাকে কোচবিহারে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় তার মৃত্যু হয় বলে পরিবারের লোকেরা জানান। ফের তাকে দিনহাটায় নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হলে পরিবারের লোকেদের পাশাপাশি আশপাশের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে নার্সিং হোমে ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ সেখানে ছুটে যায়।

তৃণমূল নেতা বিশু ধর জানান, প্রতিবেশী এক যুবক অসুস্থ অবস্থায় দিনহাটার ওই নার্সিংহোমে নিয়ে এলে তাকে গুরুতর অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা কোচবিহার রেফার করে। এরপর রাস্তায় তার মৃত্যু হয় তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে নার্সিংহোমে। তবে ভাঙচুরের বিষয়টি জানা নেই। নার্সিংহোমের মালিক অবশ্য জানান, এক রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় সামান্য ভাঙচুর হয়েছে নার্সিংহোমে।

ছুটির দিনে কোচবিহারে গাছ পরিচর্চা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে গ্রো গ্রিনের সদস্যরা

কোচবিহার: বৃক্ষরোপণ নয় শহরের গাছ পরিচর্চা করাই ওদের কাজ। ওরা প্রত্যেকেই গ্রো গ্রিন দ্য রোড সাইড ট্রি লার্ভাস অর্গানাইজেশনের সদস্য। তাঁদের এই কাজকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

এঁরা কেউ পেশায় শিক্ষক কেউ আবার ইঞ্জিনিয়ার আবার কেউবা অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু রবিবার সকাল হলেই এঁরা সকলেই একটি পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। রবিবার সকাল হতেই কেউ হাতুড়ি, কেউ কোদাল বা অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন কোচবিহার শহরের বিভিন্ন এলাকার গাছের পরিচর্চা করতে। করোনার সময় থেকেই এঁরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গাছের পরিচর্চায় উদ্যোগী হন।

বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় বড় বড় গাছের গায়ে তারকাঁটা, পেরেক মেরে পোস্টার, ব্যানার ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই সংগঠনের সদস্যরা গাছের গা থেকে এই সমস্ত পোস্টার, ব্যানার খুলে দেয়। সম্প্রতি তাঁরা জেনকিন্স স্কুলের সামনে থাকা গাছের গায়ে তারকাঁটা দিয়ে লাগিয়ে রাখা পোস্টার খুলে ফেলেন। অপরদিকে ঝড়ের সময় হেলে যাওয়া গাছ কেটে না ফেলে কীভাবে গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় সে ব্যাপারেও তাঁরা উদ্যোগী হন। বড় গাছের পাশাপাশি ছোট চারা গাছগুলি যাতে গরু বা ছাগলে খেয়ে নষ্ট না করে সেদিকেও তাঁদের বিশেষ নজর রয়েছে। চারা গাছগুলিকে রক্ষা করতে ফেন্সিং সহ গাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও তাঁরা করেন। এক কথায় গাছের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন কাজকর্ম করতে দেখা যায় এঁদের। এই সংগঠন যেভাবে গাছের পরিচর্চা করে তা এক কথায় অনবদ্য।

সংগঠনের পক্ষ থেকে রিপুঞ্জয় দেব বলেন, আমরা প্রায় তিনবছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি। তিনি বলেন, অনেক সংগঠনই রয়েছে যারা গাছ লাগানোর পর আর সেদিকে নজর দেয় না। তাই সেই গাছগুলিকে যত্ন সহকারে বড় করার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। তাই ছুটির দিনগুলিকে আমরা গাছের পরিচর্চার জন্য বেছে নিয়েছি।

এমএসই ফেসিলেশন কাউন্সিলের আলোচনা সভা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ এমএসই ফেসিলেশন কাউন্সিলের প্রথম আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল ল্যান্সডাউন হলে এদিন বিভিন্ন স্তরের উদ্যোগপতি ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে এই আলোচনা সভা হয়। কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান এই আলোচনা সভায় এমএসই ফেসিলেশন কাউন্সিলের কার্যকারিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এমএসই ফিনান্স কাউন্সিলের মেম্বার সঞ্জয় কিবরিয়াল সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

বাইক দুর্ঘটনায় নিহত ২

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: গোসানিমারী কামতেস্বরী মন্দির সংলগ্ন টাকিমারী এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় নিহত ২ জন, ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে গভীর রাতে ঘটে এই দুর্ঘটনা। বাইক দুর্ঘটনা মৃত্যু হয় বাইকে থাকা পুষ্কর বর্মন এবং তার সাথে থাকা পরেশ নামে আর এক যুবকের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গভীর রাতে এই দুর্ঘটনার খবর কেউ পায়নি। আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা দেখতে একট বাইক পরে আছে এবং বাইকের পাশে দুই যুবক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তৎক্ষনাৎ খবর দেওয়া হয় দিনহাটা থানায়। দিনহাটা থানার পুলিশ সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে। যদিও মৃত পুষ্কর বর্মনের কাকা বাইকে থাকা অপর মৃত যুবকের নাম পরেশ জানালেও পদবী জানাতে পারেনি। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। দিনহাটা থানার পুলিশ উদ্ধারকৃত মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহারে মর্গে পাঠায়।

ফিরে এল রাজ আমলের স্মৃতি

পার্থ নিয়োগী: রাজ আমলে পশুদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য শহর কোচবিহারের বিভিন্ন রাস্তার পাশে ছিল স্থায়ীভাবে নির্মিত ছোট ছোট চৌবাচ্চার মত জলপাত্র। পশু-পাখিদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মহারাজারা এগুলো তৈরি করেছিলেন। এখন রাজারাও নেই দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ আমলের জলপাত্রগুলি অবহেলায় নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তরফে পরে এই রাজ আমলের জলপাত্রগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে চাদি ফাটা গরমেও বেচারা পশুদের জল খাবার জন্য সেরকম কোন ব্যবস্থা না থাকায় প্রচন্ড অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়। আর তাদের এই অবস্থা দেখে এবার এগিয়ে এলেন কোচবিহার পঞ্চরঙ্গী এলাকার বাসিন্দা কাঞ্চনকান্তি ঘোষ। পেশায় কাঞ্চনবাবু পূর্ত দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। অনেকদিন হল তিনি শহরের পরিবেশ নিয়ে কাজ করা সংগঠনের সাথে যুক্ত। গরমে অবলা প্রাণীদের জল তেষ্টা মেটাবার জন্য ইতিমধ্যেই তিনি শহরে ৫ টি জলপাত্রের ব্যবস্থা করেছেন। ইচ্ছে আছে আরও জলপাত্রের ব্যবস্থা করার। আর এই কাজে কাঞ্চনবাবুকে সহযোগিতা করেন ভ্যানচালক আনিস আলি। আর কাঞ্চনবাবুর এহেন প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রাজনগরের বাসিন্দারা।

সুফল বাংলা বিপণির উদ্বোধন কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: সংবাদপত্রে বা টিভিতে সুফল বাংলা বিপণির বিভিন্ন খবর চোখে পড়লেও শহর কোচবিহারের এতদিন এই রাজনগরের বুকে দেখতে পায়নি সুফল বাংলা বিপণি। অবশেষে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর গত ১৮ এপ্রিল কোচবিহার পুরসভার দক্ষিণ– পশ্চিম কোণে কোচবিহার শহরের প্রথম সুফল বাংলা কেন্দ্রটি খোলে। উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উপপৌরপতি আমিনা আহমেদ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি উমাকান্ত বর্মন, সহ সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়, কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান প্রমুখ। এই বিপণন কেন্দ্রটি থেকে শাকসবজি, ফল, দুধের প্যাকেট, তেল, ডাল, চিনি সহ মুদির দোকানের বিভিন্ন সামগ্রী।

ব্লক তৃণমূল সভানেত্রীর মন্তব্যে চাঞ্চল্য, অস্বস্তিতে মালদা জেলা তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: "আইসির সাহস নেই আমার নাম চার্জশিটে রাখবে"। মমতা এবং অভিষেকের জেলা সফরের আগে বেফাঁস মন্তব্য তৃণমূল নেত্রীর।

অন্যদিকে এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সামনে এসে পড়েছে শাসকদলের অভ্যন্তরীণ সংঘাত। কংগ্রেসের প্রতিক চিহ্নে নির্বাচিত হয়ে বিরোধী দলনেত্রী হওয়ার পরেও ষড়যন্ত্র করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। তৃণমূলে থেকে বন্যা-ত্রাণ দুর্নীতির মামলাকারী কংগ্রেস নেতাকে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করেছেন এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধক্ষ্যের, যা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে জেলা রাজনৈতিক মহলে। যদিও মুখে কুলুপ এটেছে কংগ্রেস। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় ২০১৭ সালে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বহু মানুষ। ক্ষতিপূরণ হিসেবে বন্যা দুর্গতদের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল সরকার। কিন্তু ত্রাণের টাকা নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ এবং বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েতে ৭৬ লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠে। এই দুর্নীতি নিয়েই হাইকোর্টে মামলা করেন হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক কংগ্রেস নেতা মোস্তাক আলম। সেই মামলার ভিত্তিতে কিছুদিন আগে বন্যা-ত্রাণ দুর্নীতিতে সিএজি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। নাম উঠে এসেছে শাসকদলের একাধিক স্থানীয় নেতা-নেত্রী এবং জনপ্রতিনিধিদের। যাদের মধ্যে অন্যতম হলো হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা তথা ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সুজাতা সাহা। সেই সুজাতা সাহার একটি মন্তব্যকে নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। দলীয় কার্যালয়ে কর্মীদের পাশে বসিয়ে তিনি বলছেন "আইসির সাহস নেই আমার নাম রাখবে চার্জশিটে" আর এই মন্তব্য সামনে আসতেই সুজাতা সাহার বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে দলের অন্দরেই। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আদিত্য মিশ্রর অভিযোগ কংগ্রেস থেকে এসে সুজাতা সাহা তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করেছে। সম্পূর্ণটা কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র। সুজাতা সাহা কংগ্রেসের প্রতিকে পঞ্চায়েত সমিতিতে জিতেছিল। জিতে পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেত্রী হয়েছিল। এখনো তিনি বিরোধী দলনেত্রী আছেন, পদত্যাগ করেননি। তৃণমূলে ঝান্ডা ধরে তৃণমূলে যোগদান করে শুধু দলের ক্ষতি করেছেন। বন্যা-ত্রাণ দুর্নীতির মামলাকারী মোস্তাক আলমকে তথ্য সরবরাহ করেছেন এমনটাই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আদিত্য মিশ্রর। এদিকে বিজেপিরও দাবি কংগ্রেস এটা চক্রান্ত করে পাঠিয়েছিল তৃণমূলে। স্বাভাবিকভাবে যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। অন্যদিকে সমগ্র ঘটনা নিয়ে কার্যত নিশ্চুপ কংগ্রেস নেতৃত্ব। কেউ কোন মন্তব্য করতে চাননি।

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আদিত্য মিশ্র বলেন দুর্নীতি করলে কেউ বাঁচবে না।

Vol: 27, Issue: 9, 5 May - 18 May, 2023

সংস্কারের জন্য রাজবাড়ির পেছনের গেট ভেঙ্গে বিতর্কে পূর্ত দপ্তর

পার্থ নিয়োগী: গত ২৭ এপ্রিল বিকেলে কোচবিহার পূর্ত দপ্তরের তরফে রাজবাড়ীর পেছনের হেরিটেজ গেটটি সংস্কারের জন্য জেসিপি দিয়ে ভেঙে ফেললে তা নিয়ে বিতর্ক চরমে ওঠে। জেসিপি দিয়ে ভেঙে দেওয়ার সময় সেখানকার সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানান। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিশিষ্ট কবি সুবীর সরকার তার কথায় তিনি যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন দেখেন জেসিপি দিয়ে এই হেরিটেজ ভাঙ্গা হয়েছে। তখন তিনি এলাকার অন্যান্য মানুষের সাথে এর প্রতিবাদ করেন খবর পাওয়া মাত্রই চলে আসেন কোচবিহার রয়েল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুল নারায়ণ। এখান থেকেই মৃদুলবাবু ফোনে জেলা শাসককে বিস্তারিত ঘটনা জানান। তার অল্প সময় বাদেই পূর্ত দফতরের আধিকারিক এসে উপস্থিত হয় তিনি আশ্বাস দেন দ্রুত এটা সংস্কার করা হবে।

এই দেখে কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুল নারায়ণ বলেন, 'সংস্কারের জন্য কাজ চলছে বলে জানানো হলেও পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিকভাবে কাজ চলছে। পুরোনো ঐতিহ্যকে এভাবে নষ্ট করে ফেলায় কোচবিহারবাসীর হৃদয়টাই ভেঙে গিয়েছে।' কবি সুবীর সরকার বলেন, রাজবাড়ির পেছনের এই গেট দিয়ে মহারাজা হর্স রাইডিং করতে বের হতেন। রাজবাড়িতে কর্মরত মানুষেরাও এই গেট দিয়ে রাজবাড়িতে প্রবেশ করতেন। মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের মৃতদেহও এই গেট দিয়ে ঢোকানো হয়। আর আজ সেই গেট সংস্কারের নামে এভাবে ভেঙে ফেলা মানতে পারছি না একদম। খুব কষ্ট হচ্ছে। ছোটবেলার থেকেই এই গেটটা দেখে বড় হয়েছি। যদিও পূর্ত দফতরের তরফে এই অভিযোগ মানা হয়নি। এ বিষয়ে উত্তর দপ্তরের কোচবিহারের এচজি কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু দাসগুপ্ত বলেন, এর আগে দুর্ঘটনার ফলে এই গেটের পিলারটি একেবারেই ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থাতেই আমরা যদি পিলারটিকে ওপর সংস্কার করে সেটাকে রং করে দিতাম তবে সেটি যেকোনো সময় পড়ে গিয়ে প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল ভালোভাবে সংস্কারের জন্যই এই কাজটি করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে গেটটি ভাঙ্গার নিয়ে কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ কেন নেওয়া হল না? এদিকে ২৭ তারিখ রাত থেকেই গেটটি সংস্কার করা শুরু করে পূর্ত দপ্তর। কিন্তু রাজ আমলের সেসময় ব্যবহার করা উপকরণ দিয়ে এই গেটটি নির্মাণ করা হচ্ছিল না বলে মানুষ অসন্তুষ্ট হয়। ২৮ এপ্রিল রাজবাড়ীর দ্বিতীয় গেট বা প্রবেশদ্বার বা ফটক ভেঙে ফেলা বা ভেঙে সংস্কার করা নিয়ে দি কুচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের তরফে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় জেলাশাসকের দপ্তরে। এই নিয়ে ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুল নারায়ণ বলেন, "এই গেটটির সংস্কার প্রয়োজন ছিল বা আছে, কিন্তু যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করা হয়েছে সেটা পুরোপুরি ঠিক ছিল না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে এবং প্রতিবাদ ও জানানো হয়েছে। আজ সারাদিনব্যাপী আমরা সকলেই উপস্থিত থেকে পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকদের সঙ্গে এই গেটটির পুনঃসংস্কারের জন্য পদ্ধতিগত এবং কাঠামোগত কোনরূপ যাতে পরিবর্তন না করা হয় এবং চুন সুরকি ব্যবহার করে কাজটি যাতে সুসম্পন্ন করা হয় সেই বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথা হয়। এই গেটটি সংস্কারের সাথে বাকি পূর্বদিকে অবস্থিত আরেকটি গেট এবং প্রহরী কক্ষের যে রুমটি আছে সেটিও সংস্কার ও ঐতিহ্যবাহী রং করা হোক এ বিষয়েও বলা হয়। আধিকারিকগণ ও আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে হেরিটেজ বিল্ডিং এর যথাযথ নিয়ম মেনে তারা এই কাজটি করবেন। এই গেটটিকে আগামীতে ভালোভাবে রক্ষা করার জন্য আমরা সকলেই প্রস্তাব রেখেছি একটি "হেরিটেজ বেরিয়ার" লাগানো হোক এবং নোটিশ টাঙ্গানো হোক। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কোচবিহার আর্কাইভের সভাপতি ঋষিকল্প পাল জেলা শাসকের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। জেলাশাসক কোচবিহার জেলা হেরিটেজ কমিটির মাথায় থাকা সত্ত্বেও কী করে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোচবিহার আর্কাইভের সংস্কার প্রেসিডেন্ট ঋষিকল্প বললেন, 'জেলা এবিষয়ে একটি স্থায়ী অ্যাডভাই শাসককে পাঠানো চিঠিতে দুটি কমিটি গঠন করতে হবে। দাবির বিষয় জানানো হয়েছে। প্রথমত, আর্কিওলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞদের দিয়ে গেটের পিলারের সংস্কার করতে হবে। দ্বিতীয়ত,কমিটি গঠন করতে হবে। যাতে এবিষয়ে একটি স্থায়ী অ্যাডভাইজারি আর্কিওলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও আর্কিওলজিক্যাল কেমিস্ট্রির বন্ধন থাকে। কোনও ঘটনা না ঘটে। ভবিষ্যতে যাতে এধরনের ঘটনা না ঘটে তা দেখতে হবে"।

পথ চলা শুরু নতুন পৃথিবীর

পার্থ নিয়োগী: বর্তমানের বিশ্বায়নের এই সময়ে সমস্ত পৃথিবী ময় যেখানে কর্মক্ষেত্র হয়ে ওঠে। সেখানে বৃদ্ধাশ্রম কথাটা কোন নেতিবাচক কিছু নয়। বরং একস্থানে আরও বেশ কিছু সমবয়সীদের সাথে একত্রে থাকলে বয়স্ক মানুষের শারীরিক,মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে। বিশ্বের মানসিক চিকিৎসকদের বিভিন্ন সমীক্ষায় তাই বলেছে। কিন্তু কোচবিহারে বৃদ্ধাশ্রমের সেরকম কোন ব্যবস্থা ছিলনা। এবার এগিয়ে এল কোচবিহারের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অনাসৃষ্টি। ১ লা মে ঐতিহাসিক মে দিবসের দিন কোচবিহার শহর থেকে অল্প দুরে সোনারিতে উদ্বোধন হল ' নতুন পৃথিবী' নামের এই ওল্ড এজ হোমটির। এর উদ্বোধন করেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর অভিজিৎ মজুমদার ও মায়া সাহা সহ বিশিষ্টজনেরা। উদ্বোধন করে সমগ্র বৃদ্ধাশ্রমটি ঘুরে দেখেন রবি বাবু। তিনি বলেন ' এই ধরনের উদ্যোগ নেবার জন্য তিনি অনাসৃষ্টির প্রশংসা করার পাশাপাশি বলেন এখানে যারা কাজ করবে তারা এখানে থাকা বয়স্ক মানুষদের নিজের বাবা-মা এর মত করে দেখবেন বলে তিনি আশাবাদী'। এরই ফাঁকে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশন করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক নতুন মাত্রা আনে অনাসৃষ্টির সদস্য তথা বেতারের লোকসঙ্গীত শিল্পী মোস্তাফা হোসেন। এই উদ্যোগ নিয়ে অনাসৃষ্টির সম্পাদক সুমন্ত সাহা বলেন ' ২০১০ সাল থেকেই এটা নিয়ে আমরা ভাবা শুরু করি। যখন দেখি বর্তমানের নিউক্লিয়ার পরিবারের জন্য সন্তানরা কর্মসূত্রে বিদেশে চলে যায় তখন বয়স্ক মা-বাবাকে একা থাকতে হয়। আর এই ভাবনা থেকেই আমাদের 'নতুন পৃথিবী'। আর অনাসৃষ্টির এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে কোচবিহারের নাগরিক সমাজ।

মৃত রোগীকে জীবিত বলে সারারাত চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ নামিদামি বেসরকারি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মৃত রোগীকে জীবিত বলে সারারাত চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মৃত রোগীর পরিবার। লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ইংলিশ বাজার থানায়। মালদা শহরের গৌড় রোড় এলাকায় একটি নামিদামি বেসরকারি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ। জানা গেছে মৃত ওই ব্যক্তির নাম বনমালী সরকার। বাড়ি মালদার গাজোল থানার শিক্ষকপল্লী এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় অসুস্থ থাকায় ওই ব্যক্তিকে শনিবার গৌড় রোড় এলাকায় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। রাতে ফোন করে বলা হয় রক্ত লাগবে। রাতে না দিতে পারলেও সকালের মধ্যে রক্ত জোগাড় করে দিলেই হবে এই কথাও জানানো হয় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলে অভিযোগ। কিন্তু রবিবার সকালে এসে পরিবারের লোকেরা জোর করে নার্সিংহোমের ভেতর ঢুকে দেখতে পান তাদের রোগী মারা গেছে। মৃত রোগীর জামাই সানি দত্তের অভিযোগ, মৃত মানুষকে কিভাবে আইসিইউ-তে রেখে চিকিৎসা করা যায়। তারা জোর করে ভিতরে ঢুকে দেখতে পায় আইসিইউ-তে রয়েছে তাদের রোগী কিন্তু মারা গেছে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। অথচ নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাদের কিছুই জানায়নি। মৃত রোগীকে জীবিত বলে চিকিৎসা চালিয়ে গিয়ে মোটা অংকের টাকা দাবি করত নার্সিংহোম বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই মর্মে ইংলিশ বাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অবিলম্বে প্রশাসন এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ওই নার্সিংহোম সিল করে দেওয়ার অনুরোধ জানাবেন বলে জানিয়েছে মৃতের পরিবারবর্গ। তবে এই বিষয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও মৌখিকভাবে জানান, অভিযোগ ভিত্তিহীন। রক্ত জোগাড় করতে না পাড়ায় ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

স্মারকলিপি প্রদান দি রয়েল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের

পার্থ নিয়োগী: ২৮ এপ্রিল রাজবাড়ীর দ্বিতীয় গেট বা প্রবেশদ্বার বা ফটক ভেঙে ফেলা বা ভেঙে সংস্কার করা নিয়ে জেলাশাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করল দি কুচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। এই স্মারকলিপি প্রদানের বিষয়ে ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুল নারায়ণ জানান এই গেটটির সংস্কার প্রয়োজন ছিল বা আছে, কিন্তু যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করা হয়েছে সেটা পুরোপুরি ঠিক ছিল না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে এবং প্রতিবাদ ও জানানো হয়েছে। আজ সারাদিনব্যাপী আমরা সকলেই উপস্থিত থেকে পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকদের সঙ্গে এই গেটটির পুনঃসংস্কারের জন্য পদ্ধতিগত এবং কাঠামোগত কোনরূপ যাতে পরিবর্তন না করা হয় এবং চুন সুরকি ব্যবহার করে কাজটি যাতে সুসম্পন্ন করা হয় সেই বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথা হয়। এই গেটটি সংস্কারের সংস্কারের পাশাপাশি গেটের পূর্বদিকে অবস্থিত আরেকটি গেট এবং প্রহরী কক্ষের যে রুমটি আছে সেটিও সংস্কার ও ঐতিহ্যবাহী রং করা হোক এ বিষয়েও বলা হয়। আধিকারিকগণ ও আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে হেরিটেজ বিল্ডিং এর যথাযথ নিয়ম মেনে তারা এই কাজটি করবেন। এই গেটটিকে আগামীতে ভালোভাবে রক্ষা করার জন্য আমরা সকলেই প্রস্তাব রেখেছি একটি হেরিটেজ বেরিয়ার লাগানো হোক এবং নোটিশ টাঙ্গানো হোক।

বন্দুকবাজের হামলা মালদার একটি স্কুলে, পুলিশি সক্রিয়তায় ধরা পরল বন্দুকবাজ

দেবাশীষ চক্রবর্তী: বন্দুকবাজের হামলা মালদার স্কুলে! ইদানীং আকছার দেখা যাচ্ছে, মার্কিন মুলুকে স্কুলগুলিতে বন্দুকবাজরা হামলা করছে বা ছাত্র-ছাত্রীদের পণবন্দি করছে।

বাংলায় তথা ভারতে এই প্রথম তা দেখা গেল। মালদহে মুচিয়া চন্দ্রমোহন হাইস্কুলের ক্লাস রুমে পিস্তল হাতে ঢুকে পড়েছিল এক ব্যক্তি। সঙ্গে দু'টি অ্যাসিড বা পেট্রল বোমা সহ ইলেকট্রিক বোমা। ওই যুবকের নাম দেব বল্লভ। জানা যাচ্ছে তার স্ত্রী স্থানীয় পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য। এই ঘটনার একটা ভিডিও ফুটেজও বেরিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তি হাতে পিস্তল নিয়ে হুমকি দিচ্ছে। আর ভয়ে সিঁটিয়ে ক্লাসরুমে বসে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে ছাত্র-ছাত্রীসহ বাইরে থাকা অভিভাবকরা। ঘটনার আকস্মিকতা ও ভয়াবহতা এতটাই যে খবর পেয়ে স্কুলে পৌঁছেছেন অনেক অভিভাবক। তাঁরা স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ফোন পেয়ে সেখানে পৌঁছেছেন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। পুলিশ সুপার বিশাল বাহিনী নিয়ে স্কুলে ঢুকছিলেন। হঠাৎ করে ডিএসপি ডিএনটি আজহারউদ্দিন খান অভিভাবক সেজে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে হঠাৎ ওই ব্যক্তিকে ঝাপ দিয়ে জাপটে ধরে প্রশাসনের কর্তারা সেই পরিস্থিতিতে ওই ব্যক্তিকে আটক করে। মুচিয়া চন্দ্রমোহন স্কুলে ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। এলাকায় এই স্কুলের পরিচিতি নাম রয়েছে। মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক লাগোয়া এই স্কুল। ফলে ঘটনার খবর এদিন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে গোটা মালদহ জেলায়। খবর পৌঁছেছে নবান্নেও। অবশেষে পুলিশ বন্দুকবাজকে ধরে ফেলে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। উত্তেজিত জনতাকে সামাল দেয় পুলিশ প্রশাসন।

ওই ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করা হয় জেলা পুলিশ সুপারের তরফে, পুলিশ সুপার জানান ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হবে।

সম্পাদকীয়

বিপন্ন ধরনী

গত ২২ এপ্রিল চলে গেল আরেকটি বিশ্ব ধরনী দিবস। সংবাদপত্রে সামান্য লেখালেখি আর টিভিতে সামান্য কিছু খবরের মধ্যেই পালন হয়ে গেল এবারের মত বিশ্ব ধরনী দিবস। অথচ আজ বেশ কয়েক বছর হল কার্বন নিঃস্বরণ কমাবে বলে কথা দিয়েও বিশ্বের তথাকথিত শিল্পোন্নত দেশগুলি সামান্যটুকুও কার্বন নিঃস্বরণ কমায়নি। সামরিকভাবে শক্তিশালী বিভিন্ন রাষ্ট্রের তরফে মাঝেমধ্যেই পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেওয়া হয়। উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে শুরু করে হালের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ক্ষতি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের। তবুও বিশ্ব নেতাদের টনক নড়ে না। অ্যামাজনের জঙ্গল থেকে শুরু করে সিডনির জঙ্গলের দাবানলে তাই ক্ষতি হয় পরিবেশের। পিছিয়ে নেই আমরাও জিম করবেট ন্যাশানাল পার্ক থেকে শুরু করে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের বনাঞ্চলে অগ্নিকান্ডও আছে আমাদের স্মৃতিতে। ব্রহ্মপুত্রের উৎসস্থলে জলাধার বানিয়ে কিংবা তিব্বতের বিস্তীর্ণ পাহাড় কেটে একদম ভারতের সীমানা অবদি রেল নিয়ে এসেছে চীন। ফলে দেশের নিরাপত্তার কথা ভেবে ভারতকেও পাহাড় কেটে তিব্বত সীমান্ত অবদি রেললাইন বসাতে হচ্ছে। ফলে এধরনের উন্নয়নের জন্য ওজোন হোলের আয়তন বেড়ে চলেছে। প্রভাব পড়ছে কৃষিতে, আবহওয়ায়। সব মিলিয়ে বিশ্বের রাষ্ট্রনেতাদের অনিচ্ছার জন্য বিপন্ন আজকের ধরনী।

কবিতা

বিদায়ী

.... শান্তা ভৌমিক

যে আমার নয় তাকে বলা যাবে না কোনোকিছুই;
পৃথিবীর সকলকে যা যা বলে ফেলা যায় সহজে...
যতই নিয়মিত সজ্জিত উপকরণ
দিয়ে সাজাই নিজেকে ;
শুন্যতার সামনে মনে পড়ে...
সে আমার জন্যে নয়।
অলৌকিক ভাবনাদের কে বোঝাবে
আবারও সেই এক কথা...
যে সে আমার নয়!
কোনোদিন ছিল না।
হেরে যাবার ভেতরে যে পরাজয় লালিত হয়,
তার মধ্যে থেকে নিজেকে
কেমন আলাদা আলাদা মনে হলেও
একটু জিরিয়ে নিতে হবে...
তবুও একটু ছায়া নীরবে
পাবার কথা বলা যাবেনা,
শুধুমাত্র যেটুকু সম্ভাবনা থাকে...
তার ভেতরে জয়ী সূর্যের অস্ত যাবার
গল্পটুকু পড়ে থাকে আমার কথার মত।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

ইদের একাল সেকাল

..... খুরশিদ আলম

রমজান মাস শুরু এবং রোজা রাখা শেষ হবার পর পশ্চিম আকাশে যে চাঁদটি দেখা যায় তাকে বলা হয় 'শাওয়াল' চাঁদ। আমরা তাকে বলি ইদের চাঁদ। দীর্ঘ একমাস রোজা রাখার পর এই চাঁদ খুশির বার্তা বয়ে আনে। আনন্দের তুফান নিয়ে হাজির হয়। তাই ইদকে আমরা খুশির পরব বলি। বছরে দুবার অনুষ্ঠিত হয় এবং এর আলাদা আলাদা তাৎপর্য আছে। এর একটি হলো ইদল ফিতর অন্যটি হলো ইদ উল আজহা। রমজানের শেষে যেটি আসে সেটি হলো ইদ উল ফিতর। ইদের সকালে রকমারি খাবার দাবার, পোশাক, পরিচ্ছদ গোসল (স্নান) করে নতুন জামাকাপড় পরে ইদগাহে নামাজ পড়তে যাওয়া, নামাজ শেষে কোলাকুলি করা সে এক মহাআনন্দের সমারোহ। এভাবেই আমরা উদযাপন করি ইদ, খুশির ঈদ।

সময়ের স্রোতে ইদের আনুষ্ঠানিকতা, আনন্দ সবটাই কেমন যেন পাল্টে গেছে একাল-সেকাল যেন অনেকটাই তফাৎ। আজকাল মিডিয়া নির্ভর ইদের আনন্দ চাঁদ দেখা, রোজা রাখা, ইদের নামাজ সবটাই। যতটুকু মনে পড়ে রমজানের শুরুর দিনগুলিতে বেশ কিছু রোজা বা সিয়ামের (উপবাস) পর আমাদের ইদের একটা সাজো সাজো রব শুরু হয়ে যায় বলা যায় ইদের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি। বাড়ির মা, দাদিমাদের দেখা যেত চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে একদিকে সারাদিন রোজা নির্দিষ্ট সময়ে ইফতার আয়োজন এর মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়। তারপর রাতে সেহরি খেয়ে ময়দা ভিজিয়ে রাখা পরদিন সেমাই তৈরীর সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে বসে যাওয়া। সেমাই বানানোর মেশিন খুব একটা পাওয়া যেত না এমনকি গোটা পাড়ায় তাই ইদের অনেক আগেই কোনো নিকট আত্মীয়ের বাড়ি থেকে সে মেশিন নিয়ে আসা হত যেটা দিয়ে পাড়ার সবাই সেমাই তৈরী করতো। দুপুর রোদে সেমাই বানিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হতো সেখানে কাঠের বেঞ্চে মেশিন সেট করে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে সেমাই বানানো হত। আর এই দায়িত্ব ঠিক ছোটদের ঘাড়েই চাপতো। দুর্দান্ত আনন্দ ছিল এই মেশিন ঘোরানো নিয়ে। সেমাই তৈরী হয়ে গেলে লাঠিসোটা নিয়ে পাহারা দিতে হত যাতে কোনো চড়ুই কিংবা পাখি কাছে ঘেঁষে লন্ডভন্ড না করতে পারে। চূড়ান্ত নজরদারি চলত যেন অনেকটা সৈনিকের মতো। এবং শেষে রোদে শুকানোর পর প্যাকেট করে সাজিয়ে রাখা হতো। যদিও বাজারে লাচ্চা সেমাই পাওয়া যেত সে সময়ও তথাপি হাতে বানানো সেমাই এর স্বাদ ছিল অন্যরকম। এভাবে চলত ইদের প্রস্তুতি। রোজার সংখ্যা যখন সাতাশে গিয়ে ঠেকতো সে দিনটির অনুভূতিও ছিলো অন্যরকম যাকে বলা হয় 'সাতাশে রমজান' এই রাতে অনেকে অনেক কিছু বাড়ি থেকে নিয়ে আসতো চিড়ে, মুড়ি থেকে শুরু করে মিষ্টি আরও অনেক কিছু সেগুলো একত্রে মিশিয়ে সবাই ভাগ করে খাঞ্চায় (পাত্র) খাওয়া হতো। তারপর শুরু হতো রাত জাগা। এগুলো নিয়ে আমরা মেতে থাকতাম। এরপর ইদের দিন কবে আসবে এ নিয়ে অপেক্ষা, উৎকণ্ঠা যেন তর সয় না। বাড়ির দাদিমারা রোজার দিনগুলিতে রাতে ডেকে তুলে প্রায় সেহরি খাওয়াতেন। ছোটদের অনেকসময় মা ডাকতেন না। যে কয়েকটা রোজা রাখত তারা তাতে মনে হত ছোটরাও মুরুব্বিদের মতো রোজাদার কিন্তু ইফতারে ছোটদের উপস্থিতি কোনোভাবে বাদ পড়ত না। এভাবে রোজার দিনগুলি পরম আনন্দে কেটে যেত। শেষে এসে যেত রমজানের শেষ বিদায় সন্ধ্যা। দলবদ্ধভাবে ছোট বড় সবাইকে আগে চাঁদ দেখবে সে নিয়ে কি যে কৌতূহল আনন্দ উচ্ছ্বাস। যেন প্রতিযোগিতা চলত অনেকটা। আর চাঁদ দেখা হয়ে গেলেই শুরু হয়ে যেত ইদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সে রাতে শুরু হয়ে যেত মসজিদে গজল সারারাত ধরে আনন্দে সে রাতে আর ঘুম হত না। কারণ হিসাবে অবশ্যই সকাল হলে কখন নতুন জামাকাপড় পরবো? যথারীতি সকাল হয়ে গেলে ইদগা সাজানোর হিড়িক পড়ে যেত ফুলতোলা কাগজ আমরা ছোটরা কাটতে পারতাম না বলে বড়দের কাছে ছুটে যেতাম কাঁচি নিয়ে। সাজানো হয়ে গেলে দ্রুত গোসল (স্নান) করে ইদগাহে পৌঁছাতাম। নামাজ শেষে কোলাকুলি করে বাড়ি ফিরে আব্বা মাকে সালাম করে ঘোরাঘুরি করার জন্য টাকা নেওয়া সে যে কি আনন্দ সেটা অনুভব করতাম। দাদিমাদের সালাম করলে খুচরো পয়সা দিত কারণ আমারা ছোট তাই ছোটদের নোট টাকা দিত না এতে খানিকটা অভিমানও হতো বৈকি। তারপর ইদের বিকেলে স্কুলের বন্ধুরা আসতো সুদীপ, বল্টু, রবীন এবং আর বেশ কিছু বন্ধু সম্প্রীতির একটা আবহ ছিল এই ছিল আমাদের সেকালের ইদ মানে শৈশবের ইদ। তবে এখনকার ইদে যে সে আনন্দ নেই তা কিন্তু নয়। সময়ের সাথে সাথে সবকিছু যেমন পাল্টেছে তেমনি ইদের আনন্দ ইদের রীতিনীতি, ধরণও পাল্টেছে খাওয়া, দাওয়া এন্টারটেইন সবকিছুই। এখন বাড়িতে মেশিনে তৈরী সেমাই বানানোর প্রচলন নেই বললেই চলে। তথ্যপ্রযুক্তি, আধুনিকতা স্মার্টফোন নির্ভর ঈদের আনন্দে থাবা বসানোর ফলে ছবি, সেলফিতে অনেকটাই চলে গেছে তবে সেক্ষেত্রে যে আনন্দ নেই তা কিন্তু নয় নতুন প্রজন্ম, সময়ের দাবী। ইদের দিনে রান্না বান্নায় রকমারি খাবার ঢুকে গেছে বিরিয়ানি থেকে শুরু করে লুচি, পুরি, হালিম আরও কত কি। প্রতিযোগিতায় টিকে গেলেও সেমাই এর অবস্থান আজও একটু আলাদাই থেকে গেছে। ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় এখন দূরদূরান্ত থেকে হোয়াটস্যাপ, ফেসবুকে হয়ে যাচ্ছে। ইদের দিন সিনেমা দেখাও সেকালে একটা হৈ হৈ ব্যাপার ছিল। তবে আমরা যারা শৈশবে ইদকে দেখেছি আজকের দিনে ইদের আনন্দের দিকে তাকালেই কেমন জানি অনেককিছুই মিস করি।

(লেখক পেশায় শিক্ষক)

তীব্র গরম থেকে রক্ষা পেতে কি কি করবেন ?

...ডাঃ অজয় মন্ডল

১. ঢিলেঢালা , পাতলা ও হালকা রঙের পোশাক পরিধান করুন ।

২. হার্ট, কিডনি বা অন্য কোনো জটিল রোগাক্রান্ত থাকলে বাইরে না বেরোনোই ভালো।

৩. বাড়ির বাইরে থাকার সময় সরাসরি রোদ এড়িয়ে ছায়া যুক্ত জায়গা দিয়ে চলার চেষ্টা করুন।

৪. শরীরে জলশূন্যতা এড়াতে অতিরিক্ত জল ও লবন চিনির মিশ্রিত পানীয় সেবন করুন ।

৫. লবন চিনি মিশ্রিত স্যালাইন জলে থাকা সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও চিনি শরীর কে হাইড্রেট ও সজীব রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে । দীর্ঘ সময় গরমে থাকলে স্যালাইন জল সেবন করুন।

৬. গ্রীষ্মকালীন মরসুমী ফল দিয়ে তৈরি তাজা ফলের জুস সেবন করুন প্রয়োজন মতো ।

৭. জাঙ্ক ফুড , ফাস্ট ফুড ও মাংস এড়িয়ে বেশি করে ফল ও সবজী খান । বাড়িতে রান্না করা হালকা মাপের তরকারি ও ভাত খান ।

৮. প্রস্রাবের রং খেয়াল করুন । প্রস্রাবের গাঢ় রঙ হলে বুঝবেন শরীরে জল কম আছে । জল বেশী করে খেতে হবে ।

৯. রোদে বেড়োনোর আগে সব সময় ছাতা বা টুপি সাথে রাখুন ও ব্যবহার করুন ।

১০. আপনার ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি থেকে রক্ষা করতে সানস্ক্রিন বা অ্যান্টি ট্যান ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। রোদে বের হওয়ার আগে বেশি প্রসাধনী ব্যবহার করবেন না।

১১. বার বার এসির ঠান্ডা ঘরে ঢুকে আবার সাথে সাথে রোদে বাইরে বের হবেন না। এতে হিটস্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এসি ঘর থেকে বের হয়ে সাথে সাথে কড়া রোদে যাবেন না। একটু ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিন।তারপর ছাতা মাথায় দিয়ে বেড়োন ।

১২. গরম লাগছে বলেই রাস্তা থেকে কাটা ফল, সরবত কিনে খাবেন না। এতে রোগ সংক্রমণ হয় মানে ডায়ারিয়া, আমাশয় বা পেটে ব্যাথা হতে পারে ।

১৩. অতিরিক্ত চা, কফি ও মদ্যপান করবেন না।

১৪. গরমে ডাব, তরমুজ , বেলের শরবত , শশা এগুলো খান বেশি করে এতে শরীর হাইড্রেট থাকে ।

১৫. গরমে খুব বেশি হাঁটা, ব্যায়াম, অত্যাধিক পরিশ্রম করবেন না ।

১৬. বিশুদ্ধ জল গ্রহণের কথা ভুলে গেলে চলবে না। প্রতিদিন ৪.৫ লিটার জল গ্রহণ আবশ্যিক । ৫ লিটার পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কিডনি রোগী ও ফ্লুয়িড রিটেনশন সিনড্রমের রোগীরা জল ১.৫ লিটারের বেশি খাবেন না ।

১৭. একান্ত না হলে চেষ্টা করুন দিনে যতটা কম বাইরে যেতে হয়।

পথ দেখাক সয়দা

পার্থ নিয়োগী: মোবাইলের মত ইলেকট্রনিক গেজেট আর ফাস্ট ফুডে মজে আছে আজকের শৈশব। পড়ার চাপে অনলাইন ক্লাসের জন্য আজ গল্পের বই থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে আজকের শিশুরা। আর সেইসব শিশুদের মধ্যে বই পড়ার প্রবণতা বাড়ুক এটা ভেবে আজও কিছু দায়িত্বশীল মানুষ আছেন যারা কেবলমাত্র শিশুদের জন্য পত্রিকা করার কথা ভাবেন। তেমনি দুজন উদ্যোগী মানুষ হলেন শিক্ষক রণজিৎ সরকার ও বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ রায়। আর তাদের সাথে এই কাজে যুক্ত হয়েছেন নবীন লেখক বর্ণজিৎ বর্মন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পথচলা শুরু করল রাজবংশী ভাষায় শিশুদের পত্রিকা 'সয়দা'। ছড়া গল্পে প্রথম সংখ্যা একদম জমজমাট। সম্পাদকীয় কলমে এই পত্রিকা নিয়ে প্রত্যয়ের কথা উঠে এসেছে সম্পাদক রণজিৎ সরকারের কলমে। প্রখ্যাত লেখক জগদীশ আসোয়ারের ছড়া 'ঢেড়াই আর টেপার কান্ড' শিশুদের আনন্দ দেবেই নিশ্চিতভাবে। 'সয়দা বানায় ময়দা দিয়া/আটা দিয়া রুটি' একদম সঠিক বাক্যবানে তরুণ কবি খোকন বর্মন তার ছড়া লেখার দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন 'সয়দা' ছড়ায়। অশোক কুমার ঠাকুর, বিবেক রায়, যতীন বর্মা, চৈতালি ধরিত্রীকন্যার ছড়ায় শিশুরা বেশ আনন্দ পাবে। অধ্যাপক নিখিলেশ রায় পেশায় অধ্যাপক। স্বাভাবিকভাবে তিনি একজন

মানুষ গড়ার কারিগর। তাই তার ইচ্ছা থাকবে সবাই একদিন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে যেন। আর শিশুদের জন্য লেখা ছড়া 'আমরা যদি মানষি হমু' সত্যিই অনবদ্য। এমন অনেক মানুষ আছে আমাদের সমাজে যারা কাজ ফুরোলেই তাদের দেওয়া কথা বেমালুম ভুলে যায়। এমনই এক মানুষ হচ্ছে আজু। মা কালী কাছের ঘ্যানঘ্যান করে মায়ের ইচ্ছায় লটারিতে এক লাখ টাকা পেল। যেই টাকা পেল অমনি মাকে কথা দেওয়া জোড়া পাঠা দিয়ে পুজো করার কথা বেমালুম ভুলে গেল আজু। মাকালীও স্বপ্নে আজুকে কয় কিরে তোর দেওয়া কথার কি হোল ? নানা অজুহাত আজু দেয় মাকালীকে। শেষে জোড়া পাঠার বদলে জোড়া কবুতর দিয়ে পুজো দেবার কথা বলে। কিন্তু সেই কথাও রাখে না আজু। একদিন মাকে বলে যে সে জোড়া কবুতরের বদলে একজোড়া গোয়ালনুনি দিয়ে পুজো দেবে। সেটাও ভুলে যায় আজু। অগত্যা একদিন স্বপ্নে মাকালী আজুর ওপর এই নিয়ে খুব রাগ প্রকাশ করল। আর তা দেখে আজুও স্বপ্নে মাকালীকে বলল রেগে গিয়ে 'মা এইযে এত গোয়ালনুনি উড়ে বেড়ায় সেখান থেকে তুই দুইটা ধরে খেতে পারিসনা'? 'কালী ঠাকুরের পূজা' শীর্ষক গল্পে লেখক অসাধারণ মুনশিয়ানার মাধ্যমে আজু চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সেইসব কথা না রাখা মানুষের ছবিই তুলে ধরেছেন। উপেন্দ্রনাথ বর্মন লিখেছেন শিশুদের জন্য মজার গল্প 'যন্তর মন্তর'। পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি রণজিৎ সরকার লিখেছে হাসির গল্প 'তালখরা বিয়াই'। সবশেষে রয়েছে পত্রিকার তরফে কুইজ কম্পিটিশনের দশটি প্রশ্ন। যে সকল শিশুরা এই কুইজের প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিতে পারবে তাদের নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশের পাশাপাশি যে সবার প্রথমে এই দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাঠাবে তাকে পুরস্কৃত করাও হবে পত্রিকা গোষ্ঠীর তরফে। শিশুদের বইমুখি করে তোলার জন্য সয়দার এহেন প্রয়াস দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। প্রতিটি ছড়া, গল্পের সাথে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ছবি সয়দাকে প্রথম সংখ্যাতেই উচ্চমানের শিশুদের পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। প্রচ্ছদটিও খুব সুন্দর। বর্তমান সময়ের এই স্মার্টফোনের সময়ে অনেক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে 'সয়দা' এর মত রাজবংশী ভাষার শিশুদের পত্রিকার পথচলা হয়ে থাকবে এক মাইলস্টোন।

জমজমাট আর্ন্তজাতিক লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও সাহিত্য কার্নিভাল

পার্থ নিয়োগী: লিটিল ম্যাগাজিন ও সাহিত্য চর্চা নিয়ে নিরলস কাজ করে চলেছে তোর্ষা সাহিত্য সংস্থা। বেশ কয়েক বছর হল কোচবিহারে তারা নিয়মিতভাবে করে চলেছে আন্তর্জাতিক লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও সাহিত্য কার্নিভালের। মাঝে দুবছর অতিমারির জন্য করা সম্ভব হয়নি । কিন্তু এবার আর সেই বাঁধা ছিল না। গত ৮ এবং ৯ এপ্রিল কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে বেশ বড়ভাবেই তোর্ষা সাহিত্য সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল অষ্টম বর্ষের 'আন্তর্জাতিক লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও সাহিত্য কার্নিভাল'। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক দ্বিগবিজয় সরকার। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য, কবি সুবীর সরকার, বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে প্রমুখ। এই মেলায় ছিল মোট ৫০ টি স্টল। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের পাশাপাশি কলকাতা, ত্রিপুরা এমনকি বাংলাদেশ থেকেও লিটল ম্যাগাজিনের সম্ভার দেখা গেল এই মেলায়। এবারের সাংস্কৃতিক মঞ্চটি করা হয় লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের পুরোধা সদ্য প্রয়াত সন্দীপ দত্তের নামে। অনুষ্ঠান মঞ্চে যেমন এই দুদিন ছিল কবিতা পাঠের আসর। তেমনি দেখা গেল এই দুদিনে অনেক নতুন বই প্রকাশ হতে। তোর্ষা সাহিত্য সংস্থার তরফে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা ও সামাজিক কাজে যুক্ত সফল মানুষদের সম্মাননাও দেওয়া হয় এই লিটল ম্যাগাজিন মেলায়। তেমনি একজন সফল সঙ্গীতশিল্পী অর্পিতা সরকারকে দেওয়া হল 'স্বর্গীয় সুখলাল সাহা স্মৃতি তোর্ষা নারীশক্তি সম্মাননা'। 'স্বর্গীয় সতীশ চন্দ স্মৃতি সম্মাননা' তুলে দেওয়া হয় প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সুভাষ সাহার হাতে। এবছরের তোর্ষা

সাহিত্য সম্মান পান কবি ও সম্পাদক মলয় দত্ত। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সম্মান পান শুভময় সরকার। অংশুমান চক্রবর্তী পান শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান। জীবন সময় কৃতিত্ব সম্মান পান বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক তথা গবেষক দ্বিগবিজয় দে সরকার। 'তোর্ষা স্বর্গীয় দেবব্রত দে সরকার সম্মাননা' পান সাংবাদিক পিনাকী মুখোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে সম্মানিত করা হয় রত্নাংশু বর্গী সম্পাদিত 'অন্তঃসার' পত্রিকাকে। মনামি সরকার পান 'নিতিশ দত্ত উদীয়মান কবি সম্মাননা'। তোর্ষা সম্মাননা পান শৌভিক বণিক ও বাংলাদেশের এসএম খলিলবাবু। প্রথমদিন জনসমাবেশ একটু কম হলেও মেলার দ্বিতীয়দিনে সাহিত্যপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। অনুষ্ঠান মঞ্চে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিও ছিল প্রশংসাযোগ্য। সেইসাথে আয়োজক তোর্ষা সাহিত্য সংস্থারও ধন্যবাদ প্রাপ্য এতসুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠানটি করার জন্য। আর সেকারণেই উৎসবের শেষে মেলায় অংশ নেওয়া লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক থেকে শুরু করে কবি, সাহিত্যিকদের অনেকের মুখেই শোনা গেল আগামী বছরে ফের এই লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও সাহিত্য কার্নিভালে অংশ নেবার কথা।

শাদ্বল বৃহত্তর কবিতা উৎসব ২০২৩

দেবাশীষ চক্রবর্তী: ২০০১ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটে শ্বাদল ই পত্রিকার। যদিও প্রথমে ই পত্রিকা হিসেবে নয় ছাপা অক্ষরে শুরু হয়েছিল এর পথচলা। পরবর্তী সময়ে ই পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে শ্বাদল। গত ৭ এপ্রিল কোচবিহারের ঐতিহ্যময় ল্যান্সডাউন হলে এই পত্রিকার তরফে আয়োজন করা হয়েছিল 'শ্বাদল বৃহত্তর কবিতা উৎসব ২০২৩'। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন ১০০ জন কবি। এদিনের অনুষ্ঠানকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়। প্রতিটি পর্বেই ছিল অসাধারণ স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান। প্রবীণ থেকে নবীন বিভিন্ন বয়সের কবিদের উপস্থিতিতে এদিন ল্যান্সডাউন হল হয়ে উঠেছিল একদম কবিতাময়। শ্বাদলের তরফে এদিন লাইফ টাইম

এচিভমেন্ট পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় উত্তরভূমি পত্রিকার সম্পাদক গৌরাঙ্গ সিনহাকে। পুরস্কার পেয়ে আপ্লুত গৌরাঙ্গ সিনহা বলেন, 'আমার ৬৩ বছর জীবনে এসে খুব ভালো লাগছে যে আমার পত্রিকাকে এভাবে স্বীকৃতি দেবার জন্য। যা তার খুব বড় পাওনা'। একইসাথে শ্বাদল সাহিত্য সম্মান তুলে দেওয়া হয় বিশিষ্ট কবি শুভাশীষ চৌধুরীকে। সব মিলিয়ে কবিতাকে নিয়ে শাদ্বলের সৌজন্যে কবিতাকে নিয়ে একটা সুন্দর দিন কাটাতে পারলেন কবিতাপ্রেমীরা।

জমজমাট বাংলা নতুন বছরের প্রথম সৃজন বৈঠক

পার্থ নিয়োগী: বাংলা নতুন বছরের দ্বিতীয়দিন কোচবিহার সাহিত্যসভা প্রেক্ষাগৃহে মুখরিত হয়ে উঠল ১৪৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম সৃজন বৈঠকে। অপর্ণা ঘোষের শ্রুতিমধুর সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে এদিনের বৈঠকের শুরু হওয়া। সম্প্রতি আমরা দেখলাম অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ আর নদীর জল আটকে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উত্তরাখন্ডের যোশীমঠের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়াবহ ঘটনা। আর এই ভয়াবহতা সৃজনশীল মানুষদের হয়ত বা একটু বেশিই কষ্ট দেয়। কারণ সৃজনশীল মানুষ চায় নতুন কিছু গড়তে। ধ্বংস নষ্ট করে দেয় সৃজনশীলের উত্থানের পথ। তবুও ধ্বংসের মাঝেও সৃজনশীল মানুষ দেয় নতুনের দিশা। এই যেমন এদিন দিলেন সৃজন বৈঠকের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা নাট্য ব্যক্তিত্ব দীপায়ন ভট্টাচার্য্য। তিনি পাঠ করে শোনালেন ডকুড্রামা 'যোশীমঠ'। তার কণ্ঠে এই ডকুড্রামা পরিবেশনের সময় প্রেক্ষাগৃহের পিনড্রপ সায়লেন্স বলে দিচ্ছিল কতটা দর্শকের মনে ছুঁয়ে গেল এই

ডকুড্রামা। এরপর দর্শকদের সাথে এই নিয়ে খোলাখুলি আলোচনায় মাতলেন দীপায়ন ভট্টাচার্য্য। সম্প্রতি ভারতের সংসদ ভবনে নৃত্য পরিবেশন করে আসল কোচবিহারের খুদে নৃত্যশিল্পী অদিতি দেব। সৃজন বৈঠকেও তার নাচ প্রতিটি মানুষের প্রশংসা আদায় করে নেয়। সবশেষে সৃজনকথায় দর্শকের সাথে মেতে ওঠেন এই প্রজন্মের বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব দেবাশিস রায়। দর্শকের সাথে তিনি এতটাই মেতে উঠলেন যে মঞ্চ ছেড়ে চেয়ার নিয়ে দর্শকের মাঝে বসে গেলেন একদম বৈঠকি আড্ডায়। কোনরকম কৃত্তিমতায় নয় নিজের নাটক নিয়ে সমস্ত কথা অকপটে তুলে ধরলেন সৃজনকথায়। বর্তমান অভিনয়ের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় তুলে ধরলেন তিনি। সবশেষে এদিনের সৃজন বৈঠকের শেষে একটাই কথা এদিন শোনা যাচ্ছিল ১৪৩০ বঙ্গাব্দ যেন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এরকম আরও সৃজন বৈঠকের মধ্যে দিয়ে।

মাথাভাঙায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কর্মশালা

দেবাশীষ চক্রবর্তী: গত ৩০ এপ্রিল মাথাভাঙার রেবতীরমণ সেবা সংঘ সভামঞ্চে অনুষ্ঠিত হল খুদেদের নিয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এক কর্মশালা। মাথাভাঙা ইয়ুথ কয়্যারের উদ্যোগে এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। ১০ জন শিশুশিল্পী এই কর্মশালায় অংশ নেয়। এই কর্মশালায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শীতলকুচি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আফজল হোসেন, আইনজীবী ভুবনেশ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক পরিমল বর্মন প্রমুখ। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুর, তাল, লয় সম্পর্কে শিশুদের প্রাথমিক তামিল দেন সংগঠনের মূল পরিচালক বিকাশ সরকার। যন্ত্র অনুষঙ্গে ছিল হারমোনিয়াম, তবলা, বৈদ্যুতিক সেতার, সরোদ। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের তরফে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেছে। সংগঠনের সূত্রে জানা গেছে আগামী জুন মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ চলবে। এছাড়া এদিন সভামঞ্চে ১৮ টি নিজস্ব গানের সংকলনের পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন করে আশাবাদী বিকাশবাবু বলেন, 'সহজ-সরল কথায় পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক গানগুলি শ্রোতাদের পরিবেশ সুরক্ষা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আগ্রহ বাড়াবে'।

রোবোটিক সার্জারিতে প্রশিক্ষিত করতে AIIMS-Medtronic পার্টনারশিপ

কলকাতা: নতুন দিল্লির AIIMS-এ একটি অত্যাধুনিক সার্জিক্যাল রোবোটিক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার কথা ঘোষণা করেছে AIIMS এবং Medtronic পার্টনারশিপ। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সার্জনদের রোবোটিক সার্জারিতে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত করা হবে। এই ধরনের সার্জারিতে চিকিৎসকরা RAS সিস্টেম ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে AIIMS-এ প্রথম Hugo robotic-assisted surgery system ব্যবহার করে। যা ভারতে প্রথম।

AIIMS এবং Medtronic পার্টনারশিপের লক্ষ হল দেশব্যাপী সার্জনদের রোবোটিক সার্জারিতে প্রশিক্ষিত করা। এছাড়াও এই পার্টনারশিপ RAS-এর নতুন প্রযুক্তি ও কয়েক দশকের অস্ত্রোপচারের দক্ষতাকে একত্রিত করে চিকিৎসকদের প্রশিক্ষিত করবে।

RAS হল একটি উদীয়মান চিকিৎসা প্রযুক্তি। যা শল্যচিকিৎসা পদ্ধতিকে একটি উন্নত স্তরে পৌঁছে দেয়। এই রোবোটিক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে RAS পদ্ধতিতে উন্নতমানের সফট সার্জারির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

২০২৩ বছরে ডোমেস্টিক সেলে টাটার ঘাটতি ৪ শতাংশ

কলকাতা: ডোমেস্টিক ও ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ২০২৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৬৯,৫৯৯ ইউনিট গাড়ি বিক্রয় করেছে টাটা মোটরস। একই সময় ২০২২ সালে টাটা মোটরসের গাড়ি বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৭২,৪৬৮ ইউনিট।

বিগত বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ডোমেস্টিক মার্কেটে টাটা মোটরসের গাড়ি বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৭১,৪৬৭ ইউনিট। সেখানে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ৬৮,৫১৪ ইউনিট গাড়ি বিক্রয় করেছে টাটা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ডোমেস্টিক সেলে গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে টাটা মোটরসের গাড়ি বিক্রয়ের পরিমাণ ৪ শতাংশ কমে গিয়েছে। ২০২২ সালে এপ্রিলে ট্রাক এবং বাস সহ টাটা মোটরসের ডোমেস্টিক সেল ছিল ১২,০৬৯ ইউনিট। ২০২৩ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৮,৮৩৪ ইউনিটে। এছাড়া ডোমেস্টিক ও ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ট্রাক এবং বাস সহ MH&ICV-এর বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১২,৫২৪ ইউনিট। সেখানে চলতি বছরে তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৯,৩৬৪ ইউনিটে।

ভারতের হাঁপানি পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ থিম

শিলিগুড়ি: এই বছরের বিশ্ব হাঁপানি দিবসের থিম হল ' অ্যাস্থমা কেয়ার ফর অল '। যার লক্ষ হল উপযুক্ত ওষুধ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে যে হাঁপানি নিরাময় সম্ভব সে ব্যাপারে প্রচার করা। উল্লেখ্য, এই বছরের থিমটি ভারতের বর্তমান হাঁপানি পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ। কারণ ভারতে হাঁপানিতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে।

বলাবাহুল্য, বিশ্বব্যাপী হাঁপানি আক্রান্ত জনসংখ্যার একটা বড় অংশ রয়েছে ভারতে এবং হাঁপানিতে মৃত্যুর সংখ্যাও অনেক বেশি। প্রায় ৪২ শতাংশ। রোগ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ও ইনহেলার থেরাপি সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষের জ্ঞান না থাকায় ভারতে মৃত্যুর হার বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি।

হাঁপানি একটি অসংক্রামক রোগ। যা সমস্ত বয়সের ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে এবং শিশুদের মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। যা সাধারণ দীর্ঘস্থায়ী হয়। হাঁপানি আক্রান্ত ব্যক্তির অত্যধিক শ্লেষ্মা উৎপন্ন হওয়ায় শ্বাসনালী সরু হয়ে ফুলে যায়। ফলে নিঃশ্বাস নিতে অসুবিসধা হয়। তারপর চিকিত্সার ব্যাপারে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়। তাই হাঁপানির ওষুধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার অত্যন্ত জরুরী।

২০২৩-এ IDFC FIRST Bank কর-পরবর্তী মুনাফা ২,৪৩৭ কোটি

মুম্বই: ৩১ মার্চ ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের ফলাফল ঘোষণা করল IDFC ফার্স্ট ব্যাঙ্কের পরিচালনা পর্ষদ। ২০২৩ আর্থিক বছরে IDFC FIRST Bank কর-পরবর্তী মুনাফা ছিল ২,৪৩৭ কোটি টাকা। যেখানে ২০২২ আর্থিক বছরে কর-পরবর্তী মুনাফা ছিল ১৪৫ কোটি টাকা।

রিপোর্টে দেখা গেছে যে, Q4-২০২৩ আর্থিক বছরে কর-পরবর্তী মুনাফা ছিল ৮০৩ কোটি টাকা। যেখানে বিগত আর্থিক বছরে নিট মুনাফার পরিমাণ ছিল ১৪৫ কোটি।

২০২২ আর্থিক বছরের তুলনায় চলতি আর্থিক বছরে ফি এবং অন্যান্য আয় থেকে YOY / ইয়ার ওভার ইয়ার বেড়েছে ৫৪% এবং Q4- ২০২২ আর্থিক বছরে ৮৪১ কোটি টাকা থেকে Q4- ২০২৩ আর্থিক বছরে বেড়ে হয়েছে ১,১৮১ কোটি টাকা। যা Q4- ২০২৩-এর ত্রৈমাসিকের জন্য সামগ্রিক ফিগুলির ৯১% গঠন করেছে।

Hero MotoCorp -এর চেয়ারম্যানের কাছ থেকে দায়িত্ব নিলেন নিরঞ্জন

কলকাতা: ১মে Hero MotoCorp-এর CEO হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন নিরঞ্জন গুপ্ত। কোম্পানির চেয়ারম্যান ডঃ পবন মুঞ্জালের কাছ থেকে এই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন তিনি।

CEO হিসেবে Hero MotoCorp-এর দায়িত্ব নিয়ে ডঃ মুঞ্জালের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিরঞ্জন গুপ্ত বলেন, ডঃ মুঞ্জাল যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন চেষ্টা করব সঠিক পলিসির মাধ্যমে সঠিক পথে তা এগিয়ে নিয়ে যেতে। Hero MotoCorp-এর CEO-র দায়িত্ব নিরঞ্জন গুপ্তের হাতে তুলে দেওয়ার সময় ডঃ মুঞ্জাল তাঁর হাতে একটি পার্সোনাল নোট তুলে দেন। যাতে নতুন CEO-র সফলতা কামনা করে সবসময় সাথে থাকার আশ্বাস দেন।

৩০ এপ্রিল উদযাপিত হল MAHE-এর প্রতিষ্ঠাতা দিবস

কলকাতা: মণিপাল একাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন / MAHE –এর প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর টিএমএ পাই-এর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হল ৩০ এপ্রিল। মণিপাল গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও শ্রদ্ধা সহকারে এই দিনটি পালিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ড. টি.এম.এ পাই ফাউন্ডেশন, একাডেমি অফ জেনারেল এডুকেশন / AGE, মনিপাল মিডিয়া নেটওয়ার্ক লিমিটেড এবং মনিপাল এডুকেশন অ্যান্ড মেডিকেল গ্রুপ / MEMG। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বপ্রসন্ন তীর্থ স্বামীজি। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-মণিপাল গ্রুপের বিভিন্ন এডুকেশন ও অন্যান্য বিভাগের রেজিস্ট্রার, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট, ভাইস চ্যান্সেলর সহ আরও অনেকে।

ডক্টর টিএমএ পাই-এর অদম্য প্রচেষ্টায় আজ একটি নামকরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে মণিপাল। সমাবেশে প্রতিষ্ঠাতা দিবস উদযাপন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ডক্টর রঞ্জন আর পাই বলেন, আমাদের লক্ষ হল দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের জন্য শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষামূলক পরিষেবা প্রদান করা। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর টিএমএ পাই-এর দেখানো পথে দেশবাসীকে পরিষেবা দিতে আমরা সবসময়ই কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাব।

বুকিং-এর পর থেকেই ভালো সাড়া পেয়েছে ক্রিস্টা

বেঙ্গালুরু: নতুন ইনোভা ক্রিস্টার দুটি টপ গ্রেড ZX এবং VX-এর দাম ঘোষণা করেছে Toyota Kirloskar Motor / TKM। এখন পর্যন্ত এক মিলিয়নেরও বেশি ইউনিট বিক্রি করেছে TKM। বছরের শুরুতে বুকিং শুরু হওয়ার পর থেকে গাড়িটি একটি অপ্রতিরোধ্য সাড়া পেয়েছে। উল্লেখ্য, নতুন ইনোভা ক্রিস্টার চারটি গ্রেড G, GX, VX এবং ZX পাঁচটি রঙ তথা- সুপার হোয়াইট, অ্যাটিটিউড ব্ল্যাক মাইকা, অ্যাভান্ট-গার্ড ব্রোঞ্জ মেটালিক, প্লাটিনাম হোয়াইট পার্ল এবং সিলভার মেটালিক উপলব্ধ।

গ্রাহকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সুরক্ষা প্রদান করে Vitality Riders

শিলিগুড়ি/ দুর্গাপুর: TataAIA Vitality Riders সুবিধা সহ Tata AIA Life Insurance এখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এর ফলে গ্রাহকরা এখন থেকে মৃত্যু ও অসুস্থ কালীন সুবিধার পাশাপাশি মেয়াদী বীমা পলিসিধারী এবং পরিবারিক জীবনের অনিশ্চয়তা থেকে সুরক্ষা পাবেন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, Tata AIA Life Sampoorna Raksha Supreme এবং Vitality Protect Riders গ্রাহকদের সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য ব্যাপক সুরক্ষা প্রদান করবে।

Tata AIA Vitality হল একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, বিজ্ঞান-ভিত্তিক সুস্থতা কর্মসূচী। এছাড়া ওয়েলনেস প্রোগ্রামে নথিভুক্ত করার সময় গ্রাহকরা প্রিমিয়ামে ৫% পর্যন্ত অগ্রিম ছাড় পাবেন। পরে স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন তথা ফিটনেসের ভিত্তিতে পরবর্তী বছরগুলিতে প্রিমিয়াম ছাড়ের হার নির্ধারিত হবে।

Tata AIA Life Sampoorna Raksha Supreme এবং Tata AIA Vitality Protect Riders স্বাস্থ্যের জন্য গ্রাহকদের আরও উন্নত সুরক্ষা কভার বেছে নেওয়ার অনুমতি দেয়। যা গ্রাহকদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সুরক্ষা নির্বাচনের সুবিধা প্রদান করে। যেমন মৃত্যু, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, শারীরিক অক্ষমতা, গুরুতর অসুস্থতা ইত্যাদি। দ্রুত আরোগ্য প্রদানের লক্ষে প্রিমিয়াম ডিসকাউন্ট দেবে Tata AIA Vitality Protect।

সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে P. C. Chandra গ্রুপের ৩০তম বার্ষিক পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠান

কলকাতা: কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে P. C. Chandra গ্রুপ তার ৩০তম বার্ষিক পুরষ্কার প্রদান উপলক্ষে ভারতের সবচেয়ে আইকনিক স্পোর্টসপারসন লেডি অফ স্টিল এমসি মেরি কমকে সংবর্ধনা প্রদান করল। সম্মানস্বরূপ P. C. Chandra গ্রুপর তরফ থেকে মেরি কমকে ১০ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। যা সম্পূর্ণ রূপে করমুক্ত। এই ৩০তম বার্ষিক পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেজেন্ড বিলিয়ার্ডস বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গীত শেঠী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন P.C.Candra Jewellers ম্যানেজিং ডিরেক্টর এ.কে চন্দ্র, জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর শুভ্র চন্দ্র।

বলাবাহুল্য, P. C. চন্দ্র পুরস্কার প্রাপকদের প্রত্যেকেই দেশের শিল্প, সংস্কৃতি, বিনোদন, খেলাধুলা সহ নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। P.C. Chandra Group-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত পূর্ণ চন্দ্রচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা স্বরূপ এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দিয়েছে P.C. Chandra Group। ১৯৯৩ সালে কিংবদন্তী গায়ক মান্না দে কে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের মাধ্যমে তার চলার পথ শুরু করে P.C. Chandra Group। এরপর সময়ের সাথে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের তালিকাও হয়েছে দীর্ঘতর।

২৮,০০০-এরও বেশি কর্মীকে আন্তর্জাতিক স্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে NSDC

কলকাতা: চাকরির ক্ষেত্রে ভারতীয়দের জন্য আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম প্রদান করতে চলেছে NSDC / ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী দক্ষ কর্মী সরবরাহের জন্য NSDC-র প্রথম পছন্দ হল ভারত। বলাবাহুল্য, বিশ্বব্যাপী ২৮,০০০-এরও বেশি দক্ষ কর্মীকে সফলভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে NSDC।

আগামী পাঁচ বছরে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কফোর্স মোবিলিটি (IWM) বাজারে প্রায় ৩.৬ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। NSDC-র উদ্দেশ্য হল এই লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রতিভাবান দক্ষ কর্মচারীদের প্রশিক্ষিত করে তোলা। বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে স্ট্র্যাটেজিক কোলাবরেশনের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে- রাউন্ড ইন্টারভিউ, ইংরেজি ভাষার দক্ষতা এবং ট্রেড টেস্টিং প্রভৃতি। বৈশ্বিক অর্থনীতির দক্ষতার চাহিদা মেটাতে এই উদ্যোগ নিয়েছে NSDC।

চার দশক ধরে ভারতীয়দের সঙ্গে MAGGI

কলকাতা: গত চার দশক ধরে কয়েক লক্ষ ভারতীয়দের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ MAGGI। যা মেট্রো থেকে গ্রামীণ এলাকা অর্থাৎ দেশের প্রতিটি কোনায় প্রতিফলিত হয়। "খাও তো MAGGI নুডলস খাও" এই সাম্প্রতিক প্রচারাভিযানটিতে

MAGGI-র তার তার সাম্প্রতিক প্রচারাভিযানে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, বিদর্ভ, জবলপুরের প্রকৃত গ্রাহকদের কাস্ট করেছে। এই ক্যাম্পেনটি প্রিন্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রচার করা হবে।

২০২২-২৩ আর্থিক বছরে Nissan-এর YTD বিক্রয় বৃদ্ধি ২৩%

গুয়াহাটি: ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে ৩,২৪৯ ইউনিট হোলসেল রেজিস্টার করেছে Nissan Motor India Pvt. Ltd./ NMIPL। যার মধ্যে ডোমেস্টিক হোলসেলের পরিমাণ ২,৬১৭ ইউনিট এবং এক্সপোর্ট হোলসেলের পরিমাণ ৬৩২ ইউনিট।

২০২২-২৩ আর্থিক বছর/ FY-এ Nissan Motor India-র YTD / ইয়ার টু ডেট অনুসারে বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩%। মার্চ মাসে Nissan Motor-এর YOY/ ইয়ার ওভার ইয়ার বেড়েছে ২৪%। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে ২ নির্গমন নিয়ম চালু হওয়ার আগে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে 2 RDE সংস্করণ চালু করেছিল Nissan।

পরবর্তীতে বাড়বে Hero টু হুইলারসের বিক্রি

কলকাতা: বিশ্বের বৃহত্তম মোটরসাইকেল এবং স্কুটার প্রস্তুতকারক সংস্থা Hero Moto Corp চলতি বছরের সালের এপ্রিলে প্রায় ৩৯৬,১০৭ ইউনিট মোটরসাইকেল এবং স্কুটার বিক্রি করেছে। এপ্রিল মাসে বিক্রির যে হার তাতে কোম্পানি আশা প্রকাশ করেছে যে পরবর্তী ক্ষেত্রে Hero MotoCorp-এর মোটরসাইকেল এবং স্কুটার বিক্রির পরিমাণ আরও বাড়বে। যার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ সহ দেশের জিডিপি বৃদ্ধি।

Hero Moto-এর মোটরস্পোর্ট বিভাগ Sonora Rally 2023-এ Hero Moto Sports Team Rally-র আয়োজন করে। উল্লেখ্য, উত্তর আমেরিকায় এই Team Rally-র প্রতিনিধিত্ব করেন Ross Branch এবং Sebastian Buhler। এটি তাঁদের প্রথম আউটিংয়ে টিম। এছাড়াও ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ / IPL-এর চলতি মরশুমে কোম্পানির উদীয়মান মোবিলিটি ব্রান্ড VIDA, লখনউ সুপার জায়ান্টস / LSG- এর অফিসিয়াল ইলেকট্রিক-মোবিলিটি পার্টনার হয়েছে।

বায়োসায়েন্স কোম্পানি অ্যাবসলিউট লঞ্চ করল 'ইনেরা ক্রপসায়েন্স'

কলকাতা: বায়োসায়েন্স কোম্পানি 'অ্যাবসলিউট' (Absolute) লঞ্চ করল তাদের এগ্রি ইনপুট বিজনেস – ইনেরা ক্রপসায়েন্স (Inera CropScience)। ইনেরার পেছনে রয়েছে অ্যাবসলিউটের আর-অ্যান্ড-ডি শাখা – জেনেসিস (Xenesis)। কোম্পানির তরফে ভারতে লঞ্চ করা হল তাদের ক্রপ-অ্যাগ্নোস্টিক রেঞ্জের বায়োফার্টিলাইজার, বায়োস্টিমুল্যান্ট, বায়োকন্ট্রোল ও সীড কোটিং প্রোডাক্টস। প্রাথমিক পর্যায়ে ইনেরার বায়োলজিক্যাল ইনপুটসের মাধ্যমে কৃষকরা সয়েল কোয়ালিটি, প্ল্যান্ট ইমিউনিটি, ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স, পেস্ট প্রোটেকশন ইত্যাদি সুবিধা গ্রহণ করে তাদের উৎপাদনের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবেন। ভারতে আরম্ভ করার মধ্য দিয়ে ইনেরা বিশ্বের ২০% জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর লক্ষ্য নিয়ে চলেছে।

অ্যাবসলিউটের ইনেরা বায়োলজিক্যাল মার্কেটে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে চলেছে। কোম্পানির প্রোডাক্টগুলি তৈরি হয়েছে মলিকুলার বায়োলজি, মাইক্রোবায়োলজি, সিন্থেটিক বায়োলজি ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত গবেষণার মাধ্যমে। ইনেরার প্রোডাক্টগুলি তৈরি হয়েছে তাদের নিজস্ব 'ন্যাচারাল ইন্টেলিজেন্স প্লাটফর্ম' ব্যবহার করে এবং 'সিগন্যাল ট্রিগার্ড রিজেনারেটিভ অ্যাক্টিভেশন কমপ্লেক্স টেকনোলজি'র ফর্মুলায়, যাতে বায়োলজিক্যাল এজেন্ট সংরক্ষিত থাকে এবং শেলফ-লাইফ ও পারফর্ম্যান্স বৃদ্ধি পায়।

২০১৫ সালে গোড়াপত্তনের পর অ্যাবসলিউট ১২ মিলিয়ন ইউএসডি বিনিয়োগ করেছে আর-অ্যান্ড-ডি খাতে। আর-অ্যান্ড-ডি'র উন্নয়নের কাজে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ও টেস্টিংয়ের জন্য কোম্পানি প্রায় ৫ মিলিয়ন স্কোয়ার-ফিট জমি ব্যবহার করছে হরিয়াণার কার্নাল, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, তামিলনাড়ুর ত্রিচি, ছত্তিশগড়ের ধামলা ও দিল্লির কাছে বিভিন্ন স্থানে। এর আওতায় রাখা হয়েছে ১২টি প্রধান ক্রপ ভ্যারাইটি যেমন ফিল্ড ক্রপ, সিরিয়ালস, ফ্রুট, ক্যাশ ক্রপ, ভেজিটেবল, পালস ইত্যাদি। মুখ্য গবেষণাগার রয়েছে নতুন দিল্লির জেনেসিস ইনস্টিটিউটে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধের সচেতনতায় অ্যাবটের গোলটেবিল বৈঠক

কলকাতা: ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের হার ভারতে ক্রমবর্ধমান। ইন্টিগ্রেটেড ইনফর্মেশন প্লাটফর্মের তথ্যানুসারে, এবছর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত দেশে প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষ 'অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস' বা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গেও ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ বেড়ে চলেছে। শুধু কলকাতাতেই স্যাম্পল টেস্টের ৬ থেকে ৭% পজিটিভ বলে চিহ্নিত হয়েছে। গ্লোবাল হেলথকেয়ার লিডার অ্যাবট ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধের ব্যাপারে জনসাধারনের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রচারের জন্য কলকাতায় একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিল, যাতে সকলে নিজেদের, পরিবারের ও সমাজের অন্যান্যদের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারেন। ক্যালকাটা মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ও পালমোনোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ রাজা ধর জানান, এবছর কলকাতায় ফ্লু আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের প্রতি সপ্তাহে ২-৩ জন আক্রান্তের দেখা পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ সংক্রমণের কারণ হচ্ছে এইচ৩এন২ সাবটাইপ।এজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি ভ্যাক্সিন দ্বারা প্রতিরোধ্য রোগ, তাই বছরে একবার ফ্লু ভ্যাক্সিন নেওয়া উচিত। 'হু'র সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমানের ভাইরাস স্ট্রেনের বিরুদ্ধে এই ভ্যাক্সিন নিরাপদ ও কার্যকর।

উল্লেখ্য, সিজনাল ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু হল একরকম 'অ্যাকিউট রেস্পিরেটরি ইনফেকশন' যা বিভিন্ন রকমের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হয়, যেমন টাইপ-এ (এইচ১এন১, এইচ৩এন২, ইত্যাদি) ও টাইপ-বি। ভ্যাক্সিন দ্বারা প্রতিরোধ্য রোগ হওয়ার ফলে দীর্ঘদিনের জন্য রোগপ্রতিরোধের জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিনেশন অন্যতম প্রধান কার্যকর উপায়। অ্যাবট ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর (মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স) ডাঃ জেজো করনকুমার বলেন, ফ্লুর ব্যাপারে সচেতনতা কম থাকায় ও ভ্যাক্সিনেশনের ব্যাপারে ভ্রান্তধারণার কারণে এদিকে নজর দেওয়া হয় খুবই কম। সেজন্য অ্যাবট দেশের মানুষকে সুস্থ থাকায় সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা সব বয়সের মানুষেরই ক্ষতি করতে পারে। বিশেষত, ৫ বছরের কমবয়সী শিশু, ৬৫ বছরের উর্দ্ধ বয়সী মানুষ, সন্তানসম্ভবা নারী, কোমর্বিডিটি-যুক্ত রোগী (ডায়াবিটিস, কিডনি, হার্ট, লিভার ডিজিজ, অ্যাজমা) ও দুর্বল-রোগপ্রতিরোধী মানুষ বেশিমাত্রায় ঝুঁকির মুখে রয়েছেন। সেইজন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। নিরাপদ ও কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত ফ্লু ভ্যাক্সিন গ্রহণের ফলে মানুষ আরও বেশিদিন সুস্থভাবে বাঁচতে পারবেন। এর ফলে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ও কর্মস্থলে অনুপস্থিতির হার কমে যাবে বলে আর্থিক চাপও হ্রাস পাবে।

তিনদিনের জন্য বৈধ Vi-এর এক্সট্রা ডেটা অফার

মুম্বই: ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর Vi কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই তার গ্রাহকদের 5GB এক্সট্রা ডেটা অফার করছে। ২৯৯ টাকা ও তার বেশি মূল্যের Vi রিচার্জগুলির ক্ষেত্রে এই অফার প্রযোজ্য। যা মাত্র তিনদিনের জন্য বৈধ। এছাড়া ১৯৯ থেকে ২৯৯ টাকার মধ্যে রিচার্জ করলে গ্রাহকরা এক্সট্রা 2GB ডেটা পাবেন। শুধু তাই নয় এর জন্য গ্রাহকদের কোন এক্সট্রা টাকা পে করতে হবেনা। এটিও 5GB এক্সট্রা ডেটার মত তিনদিনের জন্য বৈধ। উল্লেখ্য, সীমিত সময়ের এই অফারটি বর্তমানে ১৯৯ টাকার Vi প্রিপেইড রিচার্জে উপলব্ধ। যা শুধুমাত্র Vi অ্যাপেই পাওয়া যাবে।

Vi ব্যবহারকারীরা অতিরিক্ত ডেটা মুভি, T20 ক্রিকেট ম্যাচ বা Vi Games খেলতে ব্যবহার করতে পারবেন। Vi বর্তমানে Vi20FANfest চ্যালেঞ্জ শুরু করেছে। গ্রাহকরা এই চ্যালেঞ্জে অংশ গ্রহণের জন্যও এই এক্সট্রা ডেটা ব্যবহার করতে পারবেন। এই চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে জয়ী গ্রাহকরা প্রতি ম্যাচে একটি স্মার্টফোন জেতার সুযোগ ছাড়াও একজন মেগা বিজয়ী টি-টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচের দুটি টিকিট জিততে পারবেন।

আসন্ন শিক্ষাবর্ষে ১৬০কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান করবে PW

মুম্বই: ভারতের নেতৃস্থানীয় এড-টেক প্ল্যাটফর্ম Physics Wallah / PW ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আসন্ন শিক্ষাবর্ষে বৃত্তি মূলক পরীক্ষা SAT-এর দ্বিতীয় সংস্করণ চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। PW –র লক্ষ হল বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী সহ ড্রপারদেরও JEE/NEET পরীক্ষার জন্য বিদ্যাপীঠকেন্দ্রের অভিজ্ঞ টিচিং স্টাফেদের দ্বারা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে স্বল্প খরচে উন্নতমানের অফলাইন শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে আসন্ন শিক্ষাবর্ষে ১৬০কোটি টাকার বৃত্তি প্রদানের পরিকল্পনা নিয়েছে PW। শিক্ষার্থীরা PW অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে পরীক্ষা দিতে পারবেন। এছাড়া নিকটস্থ বিদ্যাপীঠ কেন্দ্র থেকে অফলাইনেও তারা এই SAT পরীক্ষা দিতে পারবেন।

ইতিমধ্যেই বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ১০০ কোটি টাকার বেশি বৃত্তি প্রদান করেছে PW। চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ১০০,০০০-এর বেশি শিক্ষার্থী SAT-এর জন্য তাঁদের নাম রেজিস্টার করেছে। উল্লেখ্য, PW SAT বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৪০,০০০-এরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষমতায়ন করেছে।

অনুষ্ঠিত হল স্টাইল আইকন ২কে২২-২৩

শিলিগুড়ি: এসআর মডেলিং স্টুডিয়োর প্রোজেক্ট 'স্টাইল আইকন ২কে২২-২৩'র সিজন-৭ সমাপ্ত হল ইনস্পিরিয়া নলেজ ক্যাম্পাসে। স্টাইল আইকনের চেয়ারম্যান হলেন সম্রাট রাজপুত ও ভাইস-চেয়ারপার্সন রেশমী দেওকোটা। ইভেন্টটির মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন মিঠুন সাহা (শেডস এন্টারটেনমেন্ট), জনসংযোগে ছিলেন মিষ্টি ক্রিয়েটিভ স্টুডিয়োর দেবাংশু মেহতা।

মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার অল-নিউ বোলেরো ম্যাক্স পিক-আপ রেঞ্জ

মুম্বই: ভারতের নাম্বার-ওয়ান পিক-আপ ব্র্যান্ড বোলেরো পিক-আপের নির্মাতা মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা (এমঅ্যান্ডএম) লঞ্চ করল অল-নিউ বোলেরো ম্যাক্স পিক-আপ রেঞ্জ (All-New Bolero MaXX Pik-Up range)। এর দাম শুরু ৭.৮৫ লক্ষ টাকা থেকে।

আরও বেশি কম্প্যাক্ট ও ভার্সাটাইলঅল-নিউবোলেরো ম্যাক্স পিক-আপ রেঞ্জ নতুন বেঞ্চমার্ক সৃষ্টি করেছে তার পেলোড ক্যাপাসিটি, ফুয়েল এফিসিয়েন্সি, সেফটি ও ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্সের জন্য। অল-নিউ বোলেরো ম্যাক্স পিক-আপ রেঞ্জ বুক করা যাবে মাত্র ২৪৯৯৯ টাকা ডাউনপেমেন্ট করে।

বোলেরো ব্র্যান্ডের লঞ্চের পর থেকে এপর্যন্ত মাহিন্দ্রা ২ মিলিয়ন পিক-আপ ইউনিট বিক্রয় করেছে। এই রেঞ্জের ভেহিকেলগুলি 'ডিজাইন্ড অ্যান্ড বিল্ট ইন ইন্ডিয়া ফর ইন্ডিয়া'। দেশের লজিস্টিক্স চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে এই ভেহিকেলগুলি খুবই উপযোগী। অল-নিউ বোলেরো ম্যাক্স পিক-আপ রেঞ্জ পাওয়া যাবে দুইটি সিরিজে – এইচডি সিরিজ ও সিটি সিরিজ। নতুন রেঞ্জে পাওয়া যাবে 'হায়ার পেলোড ক্যাপাসিটি', 'বেটার মাইলেজ অ্যান্ড পার্ফর্ম্যান্স', 'ইমপ্রুভড কমফর্ট অ্যান্ড সেফটি'। 'হাইলি রিলায়েবল' ও 'এফিসিয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট সলিউশন্স'-এর জন্য নতুন রেঞ্জের বোলেরো ম্যাক্স পিক-আপ রেঞ্জ আদর্শ ভেহিকেল।

সিম্ফনি লিমিটেড লঞ্চ করল প্রথম বিএলডিসি প্রযুক্তিসম্পন্ন সিম্ফনি এয়ারকুলার

কলকাতা: এয়ারকুলারের ক্ষেত্রে অগ্রণী কোম্পানি সিম্ফনি লিমিটেড লঞ্চ করল বিশ্বের প্রথম বিএলডিসি প্রযুক্তিসম্পন্ন 'হাইলি এফিসিয়েন্ট এয়ারকুলার' রেঞ্জ। এই এয়ারকুলারগুলি অন্যান্য কুলারের থেকে ৬০% অবধি কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, ফলে বছরে ২০০০ টাকা অবধি সাশ্রয় হয়।

বিএলডিসি রেঞ্জে সিম্ফনি তিনটি মডেল লঞ্চ করেছে – ৮০ লিটার, ৫৫ লিটার ও ৩০ লিটার 'ওয়াটার ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি'র। এগুলি শুধু বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে তা-ই নয়, এগুলির অন্যান্য ফিচারগুলির মধ্যে রয়েছে ৭-স্পিড অপশন্স, ৮ ঘন্টা অবধি নাইট স্লিপ মোড, টাচস্ক্রিন কন্ট্রোল প্যানেল, এম্পটি ওয়াটার ট্যাংক অ্যালার্ম ইত্যাদি। সিম্ফনি এয়ারকুলার কার্বন ফুটপ্রিন্টও হ্রাস করে। সিম্ফনির বিএলডিসি প্রযুক্তির এয়ারকুলার রেঞ্জ ভারতেই নির্মাণ করা হয়।

১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সিম্ফনি লিমিটেড হল অগ্রণী 'ইন্ডিয়ান মাল্টি-ন্যাশনাল এয়ার-কুলিং কোম্পানি', যার উপস্থিতি রয়েছে ৬০টিরও বেশি দেশে। এই কোম্পানির প্রোডাক্টগুলি হাউসহোল্ড, কমার্সিয়াল ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পেসের 'কুলিং রিকোয়ারমেন্টস' পূরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

মহিলা ভলিবল লিগ চ্যাম্পিয়ন মেখলিগঞ্জ

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৫ দলীয় জ্যোতিমোহন বণিক ও মায়ারানি বণিক ট্রফি মহিলা ভলিবল লিগ গত ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার স্টেডিয়ামে। অংশ নেওয়া দলগুলি ছিল মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা, তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা, মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা, নাট্য সংঘ ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্প।

চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করে মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা। রানার্স তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা। কোচবিহার স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ২-০ সেটে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। এরপর মেখলিগঞ্জ একই ব্যবধানে কোচিং ক্যাম্প ও মাথাভাঙ্গাকে হারায়। তুফানগঞ্জ ২-০ সেটে কোচিং ক্যাম্প ও মাথাভাঙ্গাকে হারিয়েছে। নাট্য সংঘ একই ব্যবধানে মাথাভাঙ্গাকে হারায়। এরপর ড্র

করেন। একই ব্যবধানে মেখলিগঞ্জ ও তুফানগঞ্জের কাছে পরাজিত হয় নাট্য সংঘ। পরের ম্যাচে নাট্য ২-০ সেটে কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। শেষ ম্যাচে মেখলিগঞ্জ ২-০ সেটে তুফানগঞ্জের বিরুদ্ধে জয় পায়। যুগ্মভাবে প্রতিযোগিতার সেরা মেখলিগঞ্জের মল্লিকা রায় ও তুফানগঞ্জের ঝর্ণা বর্মন। পুরস্কার তুলে দেন সংস্থার ভলিবল বিভাগের সচিব জহর রায়, সুজিত সরকার, রাজকুমার সাউ, প্রদীপ রায় প্রমুখ।

অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার জেলা দাবা প্রতিযোগিতা

দেবাশীষ চক্রবর্তী: সম্প্রতি সারা কোচবিহার জেলা দাবা সংস্থা ও এমজেএন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হল কোচবিহার জেলা দাবা প্রতিযোগিতা। এমজেএন ক্লাবের ইনডোর স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা দাবায় সেরাদের সেরার শিরোপা পান অগ্নিদীপ্ত দে সরকার। এমজেএন ক্লাবের ইনডোরে বিভিন্ন বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে অগ্নিদীপ্ত, নীলাভ বর্মন, তীর্থঙ্কর বর্মন (অনূর্ধ্ব-১৫), পরিজ্ঞান চক্রবর্তী, দীপ্তনীল দে সরকার, দেবাংশু ভৌমিক (অনূর্ধ্ব-১৩), রেহাস্তিকা দে, উৎকর্ষ চন্দ, প্রত্যয়ন বর্মন (অনূর্ধ্ব-১১), জ্যোতিরাদিত্য সেন, কৌশ্য বান্দা, পরম বিশ্বাস (অনূর্ধ্ব-৯)।

যোগাসনে সেরা অর্পিতা

কোচবিহার: যাদবপুরে অনুষ্ঠিত ওপেন যোগাসনে এবার কোচবিহার জেলা থেকে ৯ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। এরমধ্যে সোনা পেল কোচবিহারের অর্পিতা পাল (৭-১১ বছর)। ব্রোঞ্জ জিতেছে ঝুমুর করপাল (৩৫-৫০ বছর)। সব মিলিয়ে কোচবিহারের ফলাফল এবার বেশ ভালো।

যোগাসনে ৮ পদক কোচবিহারের

দেবাশীষ চক্রবর্তী : জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার এবং শিলিগুড়ি যোগা অ্যান্ড স্পোর্টস সোসাইটি আয়োজিত উত্তরবঙ্গ যোগা মহোৎসবে ২৩ এপ্রিল তিনটি সোনা সহ ৮ পদক জিতল কোচবিহারের প্রতিযোগীরা। সোনা জিতেছে রাজ দাস (অনূর্ধ্ব-৮), গোপাল বর্মন (অনূর্ধ্ব-১২) ও তুষার শর্মা (অনূর্ধ্ব-৩০)। রুপো পেয়েছে সায়ন বর্মন (অনূর্ধ্ব-৮) ও শুভম কাঞ্জিলাল (অনূর্ধ্ব-৩০)। ব্রোঞ্জজয়ীরা হল সৃষ্টি সরকার (অনূর্ধ্ব-১৬), অনুপম বর্মন (অনূর্ধ্ব-২০) ও মিন্টু রায় (অনূর্ধ্ব-৩০)।

এই প্রথম কোচবিহারে আইএফএ সম্পাদকের আগমনে খুশি কোচবিহারের ফুটবল মহল

পার্থ নিয়োগী: ভাবতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি যে এই প্রথম কোচবিহারে আসলেন কোন আইএএফ-এর সম্পাদক। অথচ কোচবিহারের আছে এক গৌরবময় ফুটবলের ইতিহাস। প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে আইএফএ শিল্ড জয়ী মোহনবাগানের পাঁচজন ফুটবলার ছিলেন কোচবিহারের মহারাজার দলের। মহারাজা রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি। কোচবিহারের মহারাজার প্রদেয় অর্থে এক সময় অনুষ্ঠিত হত জনপ্রিয় কোচবিহার কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। অথচ এতদিন পদে থাকাকালীন কোন আইএফএ সম্পাদক কোচবিহারের মাটিতে পা রাখেননি। যা শুনে বিস্ময় চেপে রাখতে পারেননি আইএফএ-এর বর্তমান সম্পাদক অনির্বাণ দত্ত। নিজের বক্তব্যে সেই বিস্ময়ের কথা উঠে এল তার মুখে। অনির্বাণ দত্ত বলেন, 'আমার ভাবতে অবাক লাগছে আজ পর্যন্ত কেন কোন আইএফএ সম্পাদক

কোচবিহারে আসেনি বলে'। শুধু আক্ষেপেই তিনি থেমে থাকেননি এদিন। সেসাথে বলেছেন 'আগামীতে কোচবিহারের ফুটবলের উন্নতির জন্য আইএফএ-এর তরফে সবরকমের সাহায্য করবেন'। অনির্বাণবাবুর আইএফএ সম্পাদক হিসেবে প্রথমবার কোচবিহারে আসায় যথেষ্ট খুশি কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত। সেটা বারবার করে উঠে আসছিল সুব্রতবাবুর কথায়। একদিকে সুব্রত দত্ত কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার একজন সফল সম্পাদক। কারণ অবশ্যই যে তিনি আইএফএ সম্পাদককে আনতে সফল হয়েছেন। এখানেই শেষ নয় স্বল্প সময়ের জন্য হলেও কোচবিহারের ক্লাবগুলির কর্তাদের মুখোমুখি বসাতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতী সংঘ ক্লাব ও পাঠাগারের অন্যতম কর্তা পঙ্কজ ঘোষ বলেন, 'এই প্রথম কোন আইএফএ সম্পাদক কোচবিহারে এসেছেন তার জন্য ভালো তো লাগছেই। তারচেয়েও বড় কথা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সৌজন্যে আমাদের ক্লাবের তরফে ওনার হাতে স্মারক উপহার তুলে দিতে পেরেছি এবং উপহার পেয়ে তিনি খুশিও হয়েছেন এটা ভেবে'। সেইসাথে পঙ্কজবাবু বলেন, 'আগামীতে আইএফএ সম্পাদক একটু বেশি সময় নিয়ে কোচবিহারে এসে ক্লাবগুলির সাথে কথা বলবেন ফুটবল নিয়ে সেটাও আশা করি'। আইএফএ সম্পাদকের এই প্রথম কোচবিহারে আসাকে ইতিবাচক ভাবে দেখছেন প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভৌমিক। তারমতে কোচবিহারে আজও প্রচুর ফুটবল প্রতিভা আছে। আর এদের তুলে আনার জন্য চাই অত্যাধুনিক পরিকাঠামো। আশা রাখি আইএফএ-এর তরফে এদিকটায় নজর দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে আইএফএ সম্পাদক অনির্বাণ দত্তের কোচবিহারে আসায় নতুন করে কোচবিহারের ফুটবল নিয়ে আশার আলো দেখছেন কোচবিহারের ফুটবলপ্রেমীরা।

বক্সিং এ জাতীয় স্তরে কোচবিহারের কুনাল

পার্থ নিয়োগী: সেই কবে মান্না দে গেয়েছিলেন 'সব খেলার সেরা তুমি বাঙালীর প্রিয় ফুটবল'। তবে সৌরভ আসার পর থেকে বাঙালীর প্রিয় খেলার স্থান দখল করেছে ক্রিকেট। ফুটবল থেকে ক্রিকেট আর খুব বেশী হলে বাঙালী ছেলে মেয়েরা খেলে ক্যারাটে। কিন্তু তাই বলে বক্সিং? শুনতে অবাক লাগলেও এটা সত্যি। তাও আবার সেই বাঙালী ছেলেটি কোচবিহারের। কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ কুমার ঘোষের ছেলে কুনাল ঘোষ হচ্ছে সেই ছেলেটি। যে কিনা স্বপ্ন দেখে মহম্মদ আলি, মাইক টাইসন শিবা থাপা, মেরি কমের মত বক্সার হবার। আর সেই স্বপ্নের পথে সে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। কোচবিহারে বাড়ি থাকলেও সে পড়াশোনা করে রাজস্থানের পিলানি বিড়লা পাবলিক স্কুলে। পড়াশোনার পাশাপাশি এই স্কুল বক্সিং খেলার জন্যও বিখ্যাত। এতটুকু বয়সে জন্মস্থান ছেড়ে কুনাল রাজস্থানের এই স্কুলে পড়াশোনা করছে বক্সার হবার জন্য। ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকলেও সুরজবাবু তার ছেলের বক্সার হবার স্বপ্নকে সব সময় উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। আর এটাই হয়ত কুনালের সবচেয়ে বড় শক্তি। সম্প্রতি ন্যাশনাল মিলিটারি স্কুল ধোলপুরে আইপিএসসি বক্সিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশ নিয়েছিল পিলানি বিড়লা পাবলিক স্কুল। আর এই প্রতিযোগিতায় পিলানি বিড়লা পাবলিক স্কুল তিনটি সোনা সহ মোট ১১ টি পদক জয়লাভ করে। আর এই তিনটি স্বর্ণ পদক জয়ী স্কুল ছাত্রের মধ্যে একটি স্বর্ণ পদক

জয়ী বক্সার হলেন কুনাল ঘোষ। এই প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক জয়ের ফলে কুনাল এবার সুযোগ পেয়ে গেলেন জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ। কোচবিহারের থেকে সম্ভবত এই প্রথম কোন এত কম বয়সের ছেলে জাতীয় স্তরে বক্সিং এ নামতে চলেছে। স্কুলের বক্সিং কোচ বিজয় সিং রাঠোর ফোনে জানান তার স্কুলের ছেলেদের এহেন সাফল্যে তিনি খুব আনন্দিত। আর কুনালে প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কুনাল খুব প্রতিভাবান। আর ওর মধ্যে একজন ভালো বক্সার হয়ে ওঠার প্রবণতা আছে'। পিলানি বিড়লা পাবলিক স্কুল কর্তৃপক্ষ কুনাল সহ তাদের পদক জয়ী পুরো স্কুল দল এবং কোচকে দারুণভাবে অভ্যর্থনা জানায়। এদিকে কুনালে এই সাফল্যে খুশিতে মেতে ওঠেন অনেক মানুষ। তাদের অন্যতম হলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য তথা ক্রীড়া সংগঠক পঙ্কজ ঘোষ। এই নিয়ে পঙ্কজবাবু বলেন, 'আমাদের ঘরের ছেলে এত কম বয়সে এমন সাফল্য পেয়েছে বক্সিং এ যা অন্যদেরও উৎসাহিত করবে। সেইসাথে তিনি বলেন আগামীতে কুনাল যাতে বিশ্বমানের বক্সার হয়ে উঠতে পারে তারজন্য ওরপাশে আমরা সবসময় আছি'।

কোচবিহারে বৃক্ষরোপণ অমৃতসর রাইডার্সের

পার্থ নিয়োগী: দশ হাজার কিলোমিটার বাইক চালিয়ে পাঞ্জাবের অমৃতসর থেকে নর্থইস্ট ভ্রমণ করতে বেড়িয়েছে দা মিনিস্ট্রি বাইক রাইডিং ক্লাব অফ অমৃতসরের সদস্যরা। এই যাত্রাপথে তারা ১০০১ টি বৃক্ষরোপণ করার কর্মসূচি নিয়েছে।

আর এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে তারা সঙ্গী করেছেন হেরিটেজ রাইডার্স কোচবিহারকে। সম্প্রতি অমৃতসর রাইডার্সের দলটি কোচবিহারে আসে। তাদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিল হেরিটেজ রাইডার্স কোচবিহারের সদস্যরা। হেরিটেজ রাইডার্স সোসাইটি কোচবিহারের সহযোগিতায় অমৃতসর রাইডার্সের সদস্যরা কোচবিহার স্টেডিয়ামে নয়টি গাছ রোপণ করে। এই উপলক্ষে এদিন উপস্থিত ছিলেন বৃক্ষপ্রেমী প্রদীপ দত্ত। হেরিটেজ রাইডার্স কোচবিহারের সম্পাদক পঙ্কজ ঘোষ বলেন, "অমৃতসর রাইডার্সের এমন একটি সুন্দর কাজে আমরাও শরিক হতে পেরেছি বলে খুব ভালো লাগছে। আগামীতেও এই ধরনের কাজে আমরা এগিয়ে আসব"।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96